

সারে-জমিন







দেশ রক্ষার জন্য মরতে প্রস্তুত্ দেশপ্রেমের জন্যও: জমিয়ত

শনিবার

১১ জানুয়ারি, ২০২৫

২৬ পৌষ ১৪৩১

৯ রজব ১৪৪৬ হিজরি

জাইদুল হক

হিন্দি জাতীয় ভাষা নয় সরকারি ভাষা: প্রাক্তন ক্রিকেটার অশ্বিন

খেলতে খেলতে

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্ৰ ইনসাফের পক্ষে নিভীক কণ্ঠস্বর **Daily APONZONE**

Vol.: 20 ■ Issue: 11 ■ Daily APONZONE ■ 11 January 2025 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

9999

শান্তনু সেন ও আরাবুল ইসলামকে সাসপেভ করল তৃণমূল কংগ্রেস







আসে। বিষয়টি দল ভালোভাবে নেয়নি। শুক্রবার রাতে তৃণমূল দলের সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার জানান রাজ্যের শাসক দল আরাবুল ইসলাম ও ডক্টর শান্তনু সেন কে সংগঠন থেকে নিলম্বিত করেছে।দলের রাজ্য সভার প্রাক্তন সংসদ তথা প্রাক্তন মুখপাত্র শান্তনু সেন আরজিকর কাণ্ডের সময় বিতর্কিত মন্তব্য করে দলের অস্বস্তি বাড়িয়েছিলেন। এর আগে দলের মুখপাত্র থেকে বাদ পরেন তিনি। রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পদ থেকেও তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে তাকে সরানো নিয়ে তিনি ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন দলের বিরুদ্ধে। আরজি কর কাণ্ডে সন্দীপ ঘোষের বিরোধিতা করেছিলেন তিনি। ২৪ এর লোকসভা ভোটের পর দলের অন্তরের বৈঠকে ডেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগ উঠলে শোকজ করা হবে। দলের যত বড় ব্যক্তি হন না কেন শোকজের সঠিক উত্তর না পেলে দল বহিষ্কারের পথে হাঁটবে।

সম্ভল মসজিদে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

আপনজন ডেস্ক: শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট উত্তরপ্রদেশের সম্ভলের শাহি জামা মসজিদের প্রবেশপথের কাছে অবস্থিত একটি ব্যক্তিগত কুয়ো সম্পর্কে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার निर्फ्य फिराइ । निर्फ्य फिराइ रा তার পূর্বানুমোদন ছাড়া কোনও পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না এবং ২১ ফেব্রুয়ারি পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ নোটিস জারি করে দু'সপ্তাহের মধ্যে স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। শাহী জামা মসজিদের পরিচালনা কমিটি ২০২৪ সালের ১৯ নভেম্বর সম্ভলের সিনিয়র ডিভিশন সিভিল জজের আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এই পিটিশন দায়ের করেছিল, যা মসজিদটি সমীক্ষার জন্য একজন অ্যাডভোকেট কমিশনার নিয়োগের অনুমতি দেয়। আবেদনকারীরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে সমীক্ষাটি সহিংসতা ও প্রাণহানির দিকে পরিচালিত করেছে, সুপ্রিম কোর্টের জরুরি হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মসজিদ কমিটির প্রতিনিধিত্বকারী সিনিয়র অ্যাডভোকেট হুজেফা আহমাদি কৃপটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য সম্পর্কে বলেছিলেন, আমরা স্মরণাতীতকাল থেকে এই কৃপ থেকে জল তুলছি। মসজিদ কমিটি কৃপের বিষয়ে স্থিতাবস্থার আদেশ চেয়ে একটি অন্তর্বর্তী আবেদন দাখিল করে বলেছিল যে নগর পালিকা



কুপটিকে মন্দির হিসাবে দেখিয়ে পোস্টার লাগিয়েছে। এই অঞ্চলে পুরানো মন্দির এবং কৃপগুলি আবিষ্কার ও পুনরুজ্জীবিত করার জন্য প্রশাসন অভিযান শুরু করার পরে এই পোস্টারগুলি লাগানো হয়েছিল। আবেদনে ওই পোস্টারগুলো অ্যানেক্সচার ৫ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। আবেদনে বলা হয়েছে, যেহেতু কৃপটি মসজিদের প্রবেশদ্বারে অবস্থিত, তাই হিন্দুদের প্রার্থনার জন্য এটি খুলে দিলে তা অশান্তি সৃষ্টি করবে এবং এই মুহূর্তে এলাকার ভঙ্গুর সম্প্রীতি ও শান্তি আহমাদি স্থানটিকে 'হরি মন্দির' হিসাবে নোটিশে উল্লেখ করার বিষয় সহ সেখানে ধর্মীয় কার্যক্রম শুরু করার পরিকল্পনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। জবাবে প্রধান বিচারপতি খান্না বলেন, এই ধরনের কোনও কার্যকলাপের অনুমতি দেওয়া হবে না। দয়া করে একটি স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিন।

অবস্থিত, বাকি অর্ধেক এর বাইরে। আদালত এই অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক একটি হিন্দু মন্দির ছিল বলে দাবি করার কারণে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। হিন্দু পক্ষের আইনজীবী বিষ্ণু শঙ্কর জৈন যুক্তি দিয়েছিলেন যে কৃপটি মসজিদের আওতার বাইরে অবস্থিত এবং ঐতিহাসিকভাবে প্রার্থনার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তবে গুগল ম্যাপের একটি ছবির উদ্ধৃতি দিয়ে আহমাদি দাবি করেছেন যে কৃপটি আংশিকভাবে মসজিদ চত্বরের ভিতরে এবং আংশিকভাবে বাইরে রয়েছে। মসজিদ কমিটি সম্ভলের

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে মসজিদের প্রবেশদ্বারের কাছে ব্যক্তিগত কুয়ো সম্পর্কে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে এবং সূপ্রিম কোর্টের অনুমতি ছাড়া কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ার নির্দেশ চেয়েছে। কমিটির আবেদনটি ১৯ নভেম্বর ২০২৪ সালের সিভিল জজ, সিনিয়র ডিভিশন, সম্ভলের আদেশকেও চ্যালেঞ্জ করেছিল, যা মসজিদ সমীক্ষার জন্য অ্যাডভোকেট কমিশনার নিয়োগের অনুমতি দেয়। কমিটি যুক্তি দিয়েছিল যে আবেদনটি যেদিন দায়ের করা হয়েছিল সেদিনই শুনানি ছাড়াই মঞ্জুর করা হয়েছিল। তদুপরি, কমিটি ব্যাখ্যা করেছিল যে দ্বিতীয় সমীক্ষা, যার ফলে সহিংসতা ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছিল, সুপ্রিম কোর্টে জরুরি আপিল করেছিল। সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ সম্ভল নগর পালিকা পরিষদের ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের নোটিশের উপর স্থগিতাদেশ জারি করেছে। এই নোটিশে কৃপ পরিষ্কার করা, সম্পত্তি তদন্ত করা এবং মসজিদের বাইরের অংশটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আদালত জোর দিয়ে বলেছে যে এলাকায় শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে পরিস্থিতি "নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ" করা হচ্ছে। মধ্যস্থতা আইনের ৪৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী উত্তরপ্রদেশ সরকারকে কমিউনিটি মেডিটেশনের জন্য একটি শান্তি কমিটি গঠনের

পরামর্শ দিয়েছে আদালত।

মাদ্রাসায় কামিল ও ফাজিল কোর্স বন্ধ করল উত্তরাখণ্ড মাদ্রাসা বোর্ড

রায়ে মুসলিম শিক্ষার্থীদের মাদ্রাসা কর্তৃক প্রদত্ত কামিল (স্নাতক) ও ফাজিল (স্নাতকোত্তর) ডিগ্রিকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করেছে সুপ্রিম কোর্ট। উত্তরাখণ্ড মাদ্রাসা বোর্ড এই কোর্সগুলিতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের দেওয়া ফি ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। এই রায় নিয়ে মুসলিম সংগঠনগুলির মধ্যে মতামত বিভক্ত হলেও, রাজ্যের ৪১৫ টি নিবন্ধিত মাদ্রাসা জুড়ে বর্তমানে কামিল ও ফাজিল ডিগ্রি কোর্সে অধ্যয়নরত প্রায় ১,৫০০ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যতের জন্য এটি উল্লেখযোগ্য উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষতিগ্ৰস্ত একটি মাদ্রাসার একজন মুখপাত্র বলেছেন, এই রায়টি আমাদের শিক্ষার্থীদের একাডেমিক পথে অনিশ্চয়তার ছায়া ফেলেছে। সামনে কী আছে তা নিয়ে আমরা এখন প্রশ্ন তুলছি। উত্তরাখণ্ড সরকার মাদ্রাসার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। সম্প্রতি ১৯০টি মাদ্রসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করে বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। মাদ্রাসার কামিল ও ফাজিল কোর্স বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। উত্তরপ্রদেশের একটি মামলার শুনানিতে আদালত রায় দিয়েছে যে মাদ্রাসা বোর্ডগুলি দ্বারা প্রদত্ত স্নাতক (ইউজি) এবং স্নাতকোত্তর (পিজি) ডিগ্রি অসাংবিধানিক এবং ইউজিসির বিধি লঙ্ঘন করে। এই দুটি কোর্স বন্ধ করার পরিবর্তে, আদালত জোর দিয়ে বলেছে, বিহারের মডেলের মতো একটি ইউজি এবং পিজি ডিগ্রি কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তাদের

কবতে পাবে। কামিলও ফাজিল ডিগ্রি কোর্স অবিলম্বে বন্ধ করে দিয়েছে উত্তরাখণ্ড মাদ্রাসা বোর্ড। উত্তরাখণ্ড মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান মুফতি শামুন কাসমি বলেন, মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত কামিল ডিগ্রিকে স্নাতক (ইউজি) ডিগ্রির সমতুল্য হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং ফাজিল ডিগ্রিকে স্নাতকোত্তর (পিজি) ডিগ্রি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। উপরন্তু, ডিগ্রিগুলি তাহানিয়া (প্রাথমিক) ফাউকানিয়া (জুনিয়র হাই স্কুল) এবং আলিয়া (উচ্চ মাধ্যমিক) স্তরের সাথে সম্পর্কিত স্বীকৃত। মাদ্রাসার আলিয়া পর্যায়ে কামিল ও ফাজিল ডিগ্রি প্রদান করা হয়। বোর্ডের চেয়ারম্যান কসমি বলেন স্থানীয় নির্বাচনের পরপরই, আদর্শ আচরণবিধি উঠে যাওয়ার সাথে সাথেই বোর্ড শিক্ষকদের একটি সভা ডাকবে। অন্যদিকে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের জেলা সভাপতি মাওলানা আবদুল মান্নান কাসমি আলিম ও ফাজিল ডিগ্রির বৈধতা দেওয়ার জন্য একটি নতুন ধারণা প্রস্তাব করেছেন। তিনি এক ইংরেজি সংবাদমাধ্যমকে বলেন,



আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই প্রদান

সহরার হাট 🛮 ফলতা 🖶 দক্ষিণ ২৪ পরগনা https://ashsheefahospital.com Project of AshSheefa Group



অধিভুক্ত করা ভাল হবে।

Project of Amanat Foundation (Secondary) স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

চণ্ডীপুর মোড় ■বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭

💶 অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।

https://bbinursing.com

- 🔳 আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।

💶 ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ40% মার্কস।

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

HSপাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM

(3Years)

কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে

ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

কোর্স ফিজঃ

ছেলেদের-3 লাখ

মেয়েদের-2.5 লাখ

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (Director) MBBS, MD, Dip. Card

> যোগাযোগ C 6295 122937 (D) **393301 26912(0)**



ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

হিঙ্গলগঞ্জে

উদ্বোধন হল

স্কিল হাবের

নিজস্ব প্রতিবেদক 🌑 হিঙ্গলগঞ্জ

অঞ্চলের হিঙ্গলগঞ্জে উদ্বোধন হলো

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উৎকর্ষ বাংলা

আপনজন: প্রত্যন্ত সুন্দরবন

প্রকল্পের হিঙ্গলগঞ্জ শাখার

সুন্দরবন স্কিল হাব। এদিন

হিঙ্গলগঞ্জের স্যাণ্ডেলবিল গ্রাম

স্কিল হাবের উদ্বোধন করেন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কারিগরি

শিক্ষা দপ্তরের চেয়ারম্যান পুর্ণেন্দু

বসু। প্রাথমিক ভাবে এই কেন্দ্রে

কম্পিউটার শেখানো হবে বলে

জানানো হয় আয়োজকদের পক্ষ

থেকে। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মানুষ

রুটিরুজির তাগিদে বহুল রাজ্যে

বন্দ্যোপাধ্যায় চাল করেছিলেন

দেখাতে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন

হিঙ্গলগঞ্জের সমষ্টি উন্নয়ন

আধিকারিক দেবদাশ গাঙ্গুলি

হিঙ্গলগঞ্জ বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ

পারি দিতেন আর তাদের কর্মদিশা

উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্প। এদিনের এই

সুরজিত বর্মণ, হিঙ্গলগঞ্জ পঞ্চায়েত

প্রধান পরিতোষ বিশ্বাস, উপপ্রধান

ইকবাল আহমেদ , সুন্দরবন স্কিল

সমিতির সভাপতি সইদুল্লা গাজী.

স্যান্ডেলবিল গ্রাম পঞ্চায়েতের

হস্তশিল্প, সেলাই, বিনামূল্যে

পঞ্চায়েত এলাকায় এই সুন্দরবন

প্রথম নজর

বালিঘাটে অভিযান বীরভূম

জেলাশাসকের



আমীরুল ইসলাম 🌘 বোলপুর **আপনজন:** গতকাল গভীর রাতে নানুরে একাধিক বালিঘাটে বীরভূম জেলাশাসক অবৈধ বালি পাচার রুখতে অভিযান চালান। জেলাশাসকের সঙ্গে ছিলেন অন্যান্য জেলা পুলিশের আধিকারীরা। অজয় নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তোলার অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে। এবার সেই অভিযোগে গতকাল রাত্রে বালি তোলার সময় আটক বেশ কয়েকটি লরি। এমনকি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে হিসাবের খাতা পত্র। অভিযান চলা দেখে পালিয়ে যাওয়ার সময় আটক করা হয়েছে লরিকে। এই অভিযান মুখ্যমন্ত্রী বলার পর থেকেই জেলা প্রশাসন সজাগ। তাই অভিযান চালিয়ে বালি পাচারে লরি ও ট্রাক্টর বাজেয়াপ্ত করেছে বলে জানা যায় জেলা প্রশাসনের কাছে।

আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি করতে এসে গ্রেফতার এক যুবক



অমরজিৎ সিংহ রায় 🗕 বালুরঘাট আপনজন: আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি করতে এসে পুলিশের হাতে গ্রেফতার এক যুবক। ধৃতকে শুক্রবার আদালতে তোলার পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত ফুলবাড়ি এলাকার ঘটনা। জানা গিয়েছে, ধত ঐ যবকের নাম রুবেল মিয়া (২১)। বাড়ি গঙ্গারামপুর ব্লকের অন্তর্গত পালশা এলাকায়। ফুলবাড়িতে সে একটি ৭ এমএম পিস্তল বিক্রি করতে এসেছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই এলাকা থেকে রুবেল কে পাকড়াও করে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ।প্রায় ৭৫০০ টাকার বিনিময়ে ওই এলাকার এক ব্যক্তির কাছে আগ্নেয় অস্ত্রটি বিক্রি করতে হয়েছিল সে। অন্যদিকে, গঙ্গারামপুর থানার পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে, ধৃত রুবেল মিয়াকে এদিন বুনিয়াদপুরে অবস্থিত গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। পাশাপাশি এই ঘটনার পেছনে আর কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের

ময়দানে নেমে লড়াই করে অধিকার ছিনিয়ে নিতে হবে: নওশাদ



নিজস্ব প্রতিবেদক 🔵 তমলুক আপনজন: মাঠে, ময়দানে নেমে লড়াই করে অধিকার ছিনিয়ে নিতে হবে। এজন্য ঘরে বসে থাকলে চলবে না। সেইজন্য আগামী ২১শে জানুয়ারি দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে আমরা কলকাতায় অধিকার সমাবেশের ডাক দিয়েছি। শুক্রবার পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের নিমতলায় কলকাতা সমাবেশের প্রস্তুতি সভায় আইএসএফ চেয়ারম্যান তথা রাজ্যের বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী দলীয় কর্মীদের একথা জানিয়ে কলকাতা সমাবেশকে সফল করার আহ্বান জানালেন। দলের পঞ্চম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর প্রস্তুতি জোরকদমে শুরু হয়েছে। সেইমতো জেলায়, জেলায় প্রস্তুতি সভাও হচ্ছে। নওশাদ সিদ্দিকী এদিন বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ও রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার- উভয়ই মানুষের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। এই অধিকার ছিনিয়ে আনতে আদালতে যেমন লড়াই চলবে, পাশাপাশি মাঠে ময়দানে লড়াইটাও জরুরী। তিনি বলেন, শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান থেকে পরিবহন, সব

ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন। আদিবাসী মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন জল, জঙ্গল, জমিন থেকে। লড়াইয়ের ময়দানে না থাকলে অধিকার কে দেবে? প্রশ্ন তাঁর। তিনি বলেন, মাদ্রাসা নিয়ে এমন একটা ধারণা তৈরি হচ্ছে যেন এগুলি সন্ত্রাসবাদীদের কারখানা। আসলে গরীব সংখ্যালঘু মুসলমান ঘরের বাচ্চাদের শিক্ষার অধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত চলছে। ওয়াকফ সংশোধনী বিলের নামে মুসলমানদের অধিকারেই হস্তক্ষেপ করার ফন্দিফিকির হচ্ছে। সেজনাই আমাদের অধিকার সমাবেশ। তিনি বলেন, মহিলাদের ওপর দমনপীড়ন বাড়ছে। আর.জি কর হাসপাতালের ভেতর ডাক্তারকে খন ও ধর্ষণ করা হল। সেই বিচারের দাবীতেও আমাদের সোচ্চার থাকতে হবে। আগামীদিনে লড়াই আরো তীব্রতর করার লক্ষ্যে কলকাতার শহীদ মিনারের সমাবেশকে সফল করার দায়িত্ব সবাইকে নিতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। কেন্দ্রীয় কার্যালয় সম্পাদক নাসিরুদ্দিন মীর সহ

জেলার নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ক্ষত বিক্ষত মহিলার দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য



আসিফ রনি 🔵 নবগ্রাম আপনজন: নবগ্রামে নাবালিকা ধর্ষণের মাঝেই এবার নবগ্রামে মহিলার গলা কাটা ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নবগ্রামের বিশাল পুলিশ বাহিনী। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে নবগ্রামের রাইভা ও অমরকুগুর মধ্যবর্তী জায়গা সাকুরিয়া মাঠে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে স্থানীয় কৃষকেরা কাজ করতে এসে মাঠের মাঝে মৃতদেহটি দেখতে পান। দেহটি অত্যন্ত ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পড়ে ছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। স্থানীয়রা জানান মৃত মহিলার নাম অঞ্জলি টুডু, বাড়ি নবগ্রামের চয়ননগড় এলাকায়। বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর। জানা গেছে ওই মহিলা বৃহস্পতিবার জ্বালানি কাটতে বেরিয়েছিলেন, তারপর

থেকেই খোঁজ মেলেনি। শুক্রবার হঠাৎই তার মৃত্যু দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। তবে খুন নাকি অন্য কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্বে স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ উদ্ধার করে নবগ্রাম থানার পুলিশ।। ইতিমধ্যে শুরু করেছে ঘটনার তদন্ত। যদিও খুন বলেই মনে করছেন পুলিশ। অন্যদিকে ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই হবে এলাকার মানুষজনের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। যদিও পুলিশ আশ্বাস দিয়েছে, দোষীদের দ্রুত চিহ্নিত করে শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে স্থানীয়রা জানান। উল্লেখ্য বৃহস্পতিবার নবগ্রামে এক নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনায় ৫৫ বছর বয়সের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

যুবকের মহৎ উদ্যোগে এক অসহায় বিধবা পেলেন জীবিকার আলো

মোহাম্মদ জাকারিয়া 🔵 করণদিঘী আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী থানার দোমোহনা অঞ্চলের পূর্ব ফতেপুরের কান্তিরপা মোড়ে এক তরুণ যুবক বারকাত আলী এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তার ছোট্ট মুদিখানার দোকান আজ অসহায় মানুষের জীবনে নতুন আলোর দিশা দেখাচ্ছে।

বারকাত আলী তার দোকানে একটি বিশেষ দানপত্র স্থাপন করেছেন. যেখানে স্থানীয় মানুষরা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থ দান করে থাকেন। এই অর্থ বিভিন্ন অসহায় ও দরিদ্র মানুষের সহায়তায় ব্যয় হয়। সম্প্রতি এই দানপত্র থেকে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে এক অসহায় বিধবা মহিলাকে একটি ছোট দোকান করার জন্য সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।

এই উদ্যোগের পেছনে বারকাতের



এক আবেগময় গল্প রয়েছে। তিনি জানান, "একদিন আমার দোকানে কয়েকজন বাচ্চা এসেছিল। তাদের মধ্যে একজন কিছুই কিনতে পারেনি। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম কেন, সে বললো তার কাছে টাকা নেই। সে অসহায়। সেই ঘটনাই আমাকে ভাবতে বাধ্য করলো। এরপরই আমি এই দানপত্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেই।"

তার এই উদ্যোগ আজ মানুষের মনে দাগ কেটেছে। যারা এই দোকানের পাশে রয়েছেন, তারা স্বেচ্ছায় এই দানপত্ৰে অৰ্থ দিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ নিচ্ছেন। বারকাত আলী মনে করেন, ছোট্ট এই প্রচেষ্টা একদিন বড় পরিসরে অসহায় মানুষদের জীবনে পরিবর্তন আনতে[°] সক্ষম

প্রথম কিন্তির টাকা পেয়ে টিনের ঘর ভাঙার পর টাকা ফেরত চাওয়ায় সঙ্কটে পরিবার

থেকে বঞ্চিত এক বৃদ্ধ দম্পতি, এখন খোলা আকাশের নিচে রাত্রি বাস। টিনের ভাঙা বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস। অবশেষ ঘরের প্রথম পর্যায়ে টাকা ঢোকার কারণে সেই ঘরটি ভেঙে বিক্রি করে দেন। এরপরই আচমকা বিডিওর তরফে নোটিশ আসে ঘরের টাকা ফেরত দিতে হবে। এখন খোলা আকাশের নিচে আস্তানা বৃদ্ধ দম্পতির। বিরোধী রাজনৈতি করার কারণে তার ঘর বাতিল করতে চাইছে বিডিও, দাবি ওই দম্পতির। কৃষ্ণগঞ্জ থানার স্বর্ণখালীর চক শ্যামনগর গ্রামের। ওই গ্রামের বাসিন্দা রঞ্জিত বিশ্বাস এবং সুচিত্রা বিশ্বাস দু'জনের বয়সী ৬০ বছরের বেশি। তাদের সন্তানদের বিবাহ দেওয়ার পর সন্তানরা আলাদা হয়ে যায়। এরপর থেকেই দীর্ঘদিন ধরে ভাঙা টিনের বাড়িতে দুজনেই বসবাস করতেন। জানা যায় ওই বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা দজনেই বিডি বেঁধে কোনরকমে সংসার চালাতেন। পাশাপাশি দীর্ঘদিনের পুরনো একটি টিনের

ঘর ছিল তাদের সেই ঘরেই

আপনজন: নদিয়ায় বাংলা আবাস

যোজনার টাকা পেলেও ঘর তৈরি



কোনরকম থাকতেন তারা।বৃষ্টি হলেই ওই ঘরে জল পড়তো। পাশাপাশি একটু ঝড়ো হাওয়া হলেই ঘর ছেড়ে অন্যের বাড়িতে গিয়ে ঠাঁই নিতে হতো তাদের। এই পরিস্থিতিতে দীর্ঘদিন পর তাদের নামে বাংলা আবাস যোজনার ঘরের তালিকাভক্ত হয়। এরপরেই প্রথম পর্যায়ের ৬০,০০০ টাকা ঢোকে তাদের একাউন্টে। সেই টাকা ঢোকার পর যেহেতু নতুন ঘর করতে হবে সেই কারণেই ওই পুরনো টিনের ঘরটি চার হাজার টাকায় বিক্রি করে দেন। সেই ঘর যিনি কিনেছেন সে ভেঙে নিয়ে চলে যায়। পাশাপাশি টাকা ঢোকার পর ওই দম্পতি বাড়ি তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম কিনে ফেলে। এই

পরিস্থিতিতে হঠাৎ বিডিও তরফে এক প্রতিনিধি এসে তাদেরকে টাকা ফেরত দেওয়ার হুমকি দিয়ে যায়। পাশাপাশি একটি নোটিশ তাদের ধরিয়ে দেওয়া হয়। যে নোটিশে লেখা রয়েছে ওই দম্পতির ছেলের পাকা ঘর রয়েছে। সেই কারণে তিনি মিথ্যা কথা বলেছেন এবং সরকারি ঘর বেআইনিভাবে তিনি নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এই অভিযোগে তার যে টাকা ঢুকেছে সেই নগদ ৬০ হাজার টাকা এক সপ্তাহের মধ্যে বিডিও অফিসে জমা দিয়ে আসতে হবে অন্যথা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হবে। এরপরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছ ওই বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা। তাদের দাবি একাধিক বার পঞ্চায়েত এবং

তদন্ত করার পরেই আমি ঘরটি পেয়েছি। আচমকা তারা কেন টাকা ফেরত চাইছে তাই বুঝে উঠতে পারছিনা। তারা জানান যেহেতু তারা বিজেপি করে সেই কারণেই ষড়যন্ত্র করে তাদের ঘরটি ফেরত চাওয়া হচ্ছে।পাশাপাশি যে ভাঙা টিনের ঘরে তারা বসবাস করত সেই ঘরটি বিক্রি করে দেওয়ার কারণে বর্তমানে থাকার কোন জায়গা নেই।তারা চাইছে যাতে তাদের ঘরটি কোনোভাবেই বাতিল না করা হয়। প্রতিবেশীরাও জানাচ্ছেন, তারা দীর্ঘদিন ধরেই আলাদা থাকেন এবং বিড়ি বেঁধে কোন রকমের সংসার চালান। সেই কারণে টাকা ফেরত দেওয়ার সামর্থ্য তাদের নেই। অন্যদিকে ওই এলাকার বিরোধী নেতার দাবি, এতদিন ধরে তদন্ত করার পর কেন হঠাৎ মনে পডল তাদের ছেলের ঘর রয়েছে। একাধিকবার পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে ভিডিওর তরফে ও তার বাড়ি গিয়ে ইনকয়ারি করেছে। তাহলে এখন কেন অন্য কথা বলা হচ্ছে। যদিও এ বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি কৃষ্ণগঞ্জ বিডিও এবং কৃষ্ণগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি।

বিডিওর তরফে বাড়িতে এসে

জামিয়া মিসবাহুল

উলুমের জলসা



সেখ আবদুল আজিম 🔵 হুগলি আপনজন: হুগলি জেলার তারকেশ্বর থানার অন্তর্গত আইমা পাহাড়পুর জামিয়া মিসবাহুল উলুমের দস্তারবন্দী ও বাৎসরিক জলসা জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠিত হয় গেল। জামিয়া মিসবাহুল উলুম প্রতিষ্ঠিত হয় ২০২১ সালে। জামিয়া মিসবাহুল উলুমের প্রতিষ্ঠাতা হলেন স্বনামধন্য সমাজসেবী কাজী মইদুল ইসলাম, যিনি রমজান নামে পরিচিত। জামিয়া মিসবাহুল উলুমে আরবী শিক্ষার পাশাপাশি ইংরাজী,বাংলা,হিন্দি, উর্দু ভাষা চর্চার ব্যবস্থা রয়েছে। মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা তথা সম্পাদক কাজী মইদল ইসলাম উপলদ্ধি করেন যে. বর্তমান যুগে প্রতিযোগিতার মার্কেটে যোগ্য প্রতিযোগি গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন সমন্বয় শিক্ষা।তাই তিনি সমন্বয় শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন জামিয়া মিসবাহুল উলুমে। এদিন চারজন ছাত্রকে হিফজে দস্তারবন্দী করা হয়। জামিয়া মিসবাহুল উলুমের দস্তারবন্দী ও বাৎসরিক জলসায় উপস্থিত ছিলেন বহু উলামা হজরত গণ। উপস্থিত অতিথিগণ মাদ্রাসার

হাবের কর্ণধার শিশির প্রামানিক সহ একাধিক বিশিষ্ট জনেরা। তিন দশক পর ভোট তন্তুবায়



দেবাশীষ পাল 🔵 মালদা আপনজন: অবশেষে শুরু হল ভোট প্রক্রিয়া করা নিরাপত্তার মধ্যেই চলল ভোট। প্রতিষ্ঠার প্রায় সাডে তিন দশক পর এই প্রথম পরিচালন কমিটির ভোট হচ্ছে পুরাতন মালদার তাঁতবিহীন তম্ভজীবী সমবায় সমিতিতে। বর্তমানে এই সমবায় সমিতির অধীনে দুটি বিশাল তাঁতঘর থাকলেও কোনো কাজ হয় না। তবে প্রতিবছর নিয়মমাফিক সভা হলেও কোনো নির্বাচিত পরিচালন কমিটি ছিল না। এবারেই প্রথম ভোটের মাধ্যমে পরিচালন কমিটির সদস্যদের নির্বাচন করা হচ্ছে। মোট নয়টি আসনের জন্য ১৯ জন প্রার্থী লড়াই করছেন। সমিতির ২২৫ জন সদস্য তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে নয়জনকে বাছাই করে নেবেন। শুক্রবার এদিন আনুমানিক সাড়ে দশটা নাগাদ পুরাতন মালদার কোট স্টেশন এলাকায় অবস্থিত সমিতিতে ভোট দান শুরু হয়। ভোটকে কেন্দ্র করে যাতে কোনো অশান্তি না হয়, তার জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল যথেষ্ট আটোসাঁটো।

আদিবাসী গ্রামের বাসিন্দারা নিজেদের টাকা খরচ করে রাস্তা তৈরি করলেন

সঞ্জীব মল্লিক 🔵 বাঁকুড়া আপনজন: কথা শোনেনি বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত ও তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতি , বাধ্য হয়েই হতদরিদ্র দুটি গ্রামের আদিবাসী মানুষেরা নিজেদের টাকা খরচ করে গ্রামের খুদেরা, মহিলারা ও পুরুষেরা মিলে যাতায়াতের জন্য খালের ওপর অস্থায়ী রাস্তা তৈরি করল। বারবার প্রশাসনকে জানানো হয়েছে কিন্তু তার পরেও টনক

নড়েনি প্রশাসনের । অবশেষে স্ত্রী সন্তানদের সাথে নিয়েই গ্রামের পুরুষরা স্থানীয় খাল বা জোর পারাপার করার জন্য নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে অস্থায়ী রাস্তা তৈরি কর্লেন। বিজেপি পরিচালিত মানিকবাজার

গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দক্ষিণশোল গ্রামে রয়েছে রায় পাড়া ও আদিবাসী পাড়া । দুটি পারায় মোট ৫০ থেকে ৬০ টি পরিবারের বসবাস । গ্রামের অপরদিকে রয়েছে শুকাশোল গ্রাম । এই গ্র দুটির মাঝ বরাবর বয়ে গেছে স্থানীয় একটি খাল বা জোড়। গ্রামের ছোট ছোট ছাত্র–ছাত্রী দের স্কুল, গ্রামের মানুষদের গ্রাম পঞ্চায়েত , হাটবাজারে এবং এলাকার মুমূর্য রোগীদের বিষ্ণুপুর ও সোনামুখী হাসপাতাল যেতে গেলে খালের ওপর এক হাঁটু জল পেরিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করতে হত । বর্ষার সময় এই খাল রুদ্ররূপ ধারণ করে তখন পারাপার করা সম্ভব হয় না । বিকল্প পথ রয়েছে ৭ থেকে ৮ কিলোমিটার ঘুরপথ। ১৫-২০

বছর পূর্বে এই খালের ওপর একটি কাঠের সেতু ছিল বন্যার জলে সেটিও ভেঙে যাওয়ার পর আর প্রশাসন মুখ ফিরে তাকায়নি এই অসহায় মানুষগুলির দিকে। বারংবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও এলাকায় যাতায়াতের সমস্যার সমাধান হয়নি।

অবশেষে বাধ্য হয়ে গ্রামবাসীরা নিজেদের মধ্যে মিটিং করে দিন আনা দিন খাওয়া এই হতদরিদ্র পরিবার গুলির কাছ থেকে তাদের সংসার খরচার ঢাকা থেকে কারো কাছে ২০০ টাকা কারো কাছে ৩০০ টাকা কারো কাছে ৫০০ টাকা কারো কাছে ১০০০ টাকা করে চাঁদা নিয়ে মোট ২২০০০ টাকা জোগাড় করে এবং নিজেদের কঠোর পরিশ্রমে এই খালের ওপর একটি অস্থায়ী রাস্তা তৈরি করল নিজেরাই । এমনকি গ্রামের খুদে খুদে বাচ্চা থেকে শুরু করে গ্রামের বউরাও এই রাস্তা তৈরিতে হাত লাগিয়েছে। তবে আগামী বর্ষাতে এই অস্থায়ী রাস্তাও জলের তলায় তলিয়ে যাবে তারপর কি হবে ?

দীর্ঘদিন ধরে আমাদের এই সমস্যা রয়েছে। ভোটের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা আসে প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু ভোট ফুরিয়ে গেলে কাজের কাজ কিছু হয় না আর নেতাদের দেখা যায় না । তাই বাধ্য হয়ে আমাদেরকে উদ্যোগ নিয়ে এই অস্থায়ী রাস্তা তৈরি করতে হলো। বিজেপি পরিচালিত এই পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে বারংবার জানানো হয়েছে ওই এলাকায় ব্রিজ তৈরি করতে যে অর্থ বরাদ্দ করতে হবে তার সামর্থ্য গ্রাম পঞ্চায়েতের নেই এটি পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদ করতে পারে। তাদেরকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। অন্যদিকে সোনামুখী পঞ্চায়েত

স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানান,

সমিতির সভাপতি কুশল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন , তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন পঞ্চায়েত সমিতির পঞ্চদশ অর্থবর্ষের আওতায় এনে পারাপারের জন্য একটি ব্যবস্থা করা হবে এবং দ্রুত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হবে ।

হাওড়ায়

প্রতিষ্ঠাতা কাজী মইদুল ইসলামের

ভূয়সী প্রশংসা করেন।



নিজস্ব প্রতিবেদক 🗕 হাওড়া আপনজন: কয়েক হাজার প্রজাতির ফুলের সমারোহে শুরু হয়েছে এবারের 'হাওড়া ফুলমেলা'। হাওড়া পুরসভার প্রাক্তন মেয়র পারিষদ শ্যামল মিত্রের উদ্যোগে মধ্য হাওড়ার বিজয়ানন্দ পার্কে আয়োজিত এই ফুলমেলার উদ্বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায়। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, প্রাক্তন মেয়র পারিষদ ভাস্কর ভট্টাচার্য, দিব্যেন্দু মুখার্জি, হাওড়ার উপ মুখ্য পুর প্রশাসক দেবাংশু দাস, জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য, মোহনবাগান ক্লাবের সহ-সভাপতি অসিত চ্যাটার্জি, অধ্যাপক সুমন ব্যানার্জি প্রমুখ।

বিহারে অস্ত্র উদ্ধার কলকাতা পুলিশের



নিজস্ব প্রতিবেদক

কলকাতা আপনজন: কলকাতা পুলিশের এসটিএফ এবং বিহার পুলিশ বেআইনি অস্ত্র কারখানা এবং অস্ত্র ভান্ডার উদ্ধার করল বিহারে। জানা গেছে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কলকাতা পুলিশের এস ডি এফ বিহারের পুলিশের স্পেশাল টিমকে সঙ্গে নিয়ে বিহারের মধুবনি জেলায় একটি গোপন ডেরায় হানা দেয়। সেখান থেকে গ্রেপ্তার হয় তিন কুখ্যাত অস্ত্র পাচারকারী এটা কি আলাম ইফতেখার আলম এবং রাজকুমার চৌধুরী ওরফে বির্জু।

লোনের কিন্তির টাকা দিতে না পেরে আত্মঘাতী যুবক, চাঞ্চল্য বড়ঞায়

এই উত্তর নেই কারো কাছে।

আপনজন: লোনের কিস্তির টাকা দিতে না পেরে আত্মঘাতী হলেন এক যুবক। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে বড়ঞা থানার দফাদার পাড়ায় এলাকায়। মৃতের , কুদ্দুস দফাদার পেশায় একজন দোকানদার ছিলেন। ছোট্ট একটা মুদিখানার দোকান দফাদার পাড়ার মধ্যে কোনরকমে সংসার চলতো তার। বাড়িতে স্ত্রী, দুই সন্তান সহ বৃদ্ধা বাবা মা রয়েছেন। বেসরকারি গ্রুপ লোন সহ একাধিক ঋণে জর্জরিত ছিল যুবক। আজ শুক্রবার লোনের কিস্তির টাকা নিতে যুবকের বাড়িতে আসে বেসরকারি গ্রুপ লোনের কর্মীরা। এছাড়াও অন্যান্য ঋণের টাকা পরিশোধ করার জন্য চাপ ছিল যুবকের উপর। সেই লোনের কিস্তির টাকা দিতে না পেরেই শুক্রবার সকালে আত্মঘাতী হয় যুবক। গ্রামের পাশে ফাঁকা মাঠে আম গাছে যুবকের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পেয়ে গ্রামবাসীরা তার পর খবর দেওয়া হয়। বড়ঞা

থানার পুলিশ কে পুলিশ পৌঁছে



ময়নাতদন্তের জন্য কান্দি মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়।স্থানীয়রা জানান, যুবক কুদ্দুস দফাদার মানুষ হিসেবে ভালো ছিল। তবে একাধিক ঋণ ছিল তার। ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে যুবক। গোটা ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে বড়ঞা দফাদার পাড়া এলাকায়। মৃতার বাবা ভুটু দফাদার বলেন ছেলে বেসরকারি গ্রুপ লোন নিয়েছিল চার লাখ মত। আমি ক্যান্সারে আক্রান্ত আমার চিকিৎসা বাবদ অনেক টাকা খরচ

করার মতো আয় ছিল না। তাই ছেলে টেনেসনে এরকম কাণ্ড ঘটিয়েছে।উপার্জন করার মত একজনই ছিলো সে চলে গেলো পৃথিবী ছেড়ে। আমিও ক্যান্সারে আক্রান্ত কিভাবে আমাদের এই সংসার চলবে ভেবে উঠে পারছিনা। মৃতার স্ত্রী সুমি বিবি বলেন গ্রুপ ঋণ নিয়েছিল স্বামী সময় মত কিস্তি দিতে পারছিলাম না। ছোট্ট একটা মুদিখানার দোকান তাই থেকে সংসার চালানো। বাবার চিকিৎসা খুব কষ্ট হচ্ছিল ওর। তার জন্য এমন কান্ড ঘটল।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গাজায় নিহত

প্রকাশিত

সংখ্যার চেয়ে

৪০ শতাংশ

বেশি:

প্রথম নজর

ইসলাম অবমাননার দায়ে শ্রীলক্ষায় 'প্রভাবশালী' বৌদ্ধ ভিক্ষুর জেল

আপনজন ডেস্ক: সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ উসকে দেওয়া এবং ইসলাম ধর্ম অবমাননার দায়ে শ্রীলঙ্কায় এক কট্টরপন্থী বৌদ্ধ ভিক্ষকে ৯ মাসের জেল দিয়েছেন দেশটির আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবার কলম্বো ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট এ রায় দেন। গালাগোদাত্তে জ্ঞানসারা নামে অভিযুক্ত ওই বৌদ্ধ ভিক্ষু দেশটিতে বেশ প্রভাবশালী। তিনি ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের শাস্তি দেওয়ার ঘটনা শ্রীলঙ্কায় খুবই বিরল। তবে গালাগোদাত্তে জ্ঞানসারা ধারাবাহিকভাবে ইসলাম বিদ্বেষ ও ধর্মীয় অবমাননা করে আসছিলেন। ২০১৬ সালের একটি ঘটনায় গালাগোদাত্তেকে সাজা দেওয়া হয়েছে। ভীতি প্রদর্শন এবং আদালত অবমাননার জন্য ২০১৯ সালেও তিনি ছয় বছরের সাজা পেয়েছিলেন। তবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমায় তিনি মুক্ত ছিলেন। বৃহস্পতিবার রায় ঘোষণার সময় আদালত বলেছেন. সংবিধান অনুযায়ী সব নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে। গালাগোদাত্তেকে দেড় হাজার শ্রীলঙ্কান রুপি জরিমানাও করা হয়েছে। অনাদায়ে আরো এক মাসের কারাদণ্ড হবে তার। সাজার বিরুদ্ধে আপিল করেছেন জ্ঞানসারা। আপিলের চূড়ান্ত রায় না হওয়া পর্যন্ত তাকে জামিনের



আবেদন নাকচ করে দিয়েছেন আদালত। তিনি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি গোতাবায়া রাজাপক্ষের একজন বিশ্বস্ত সহযোগী ছিলেন। ২০২২ সালে দ্বীপ রাষ্ট্রটির তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে পদত্যাগ করে বিদেশে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন গোতাবায়া। রাজাপক্ষে ক্ষমতাচ্যুত হলে গত বছর জ্ঞানসারাকে দেশের মুসলিম সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগে জেলে পাঠানো হয়েছিল। তবে চার বছরের এ সাজায় তিনি জামিনে বাইরে ছিলেন। ২০১৮ সালে তাকে আদালত অবমাননার জন্য এবং একজন রাজনৈতিক কার্টুনিস্টের স্ত্রীকে ভয় দেখানোর জন্য ছয় বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তিনি সেই শাস্তির মাত্র ৯ মাস খেটেছেন। কারণ সেই সময় দেশটির প্রেসিডেন্ট মাইথ্রিপালা সিরিসেনার কাছ থেকে ক্ষমা পেয়েছিলেন তিনি।

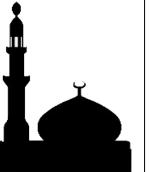
খলনায়ক এআই, একধাক্কায় বেকার হতে চলেছেন ২ লাখ কর্মী



ঝুঁকছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তির দিকে। বহুজাতিক সংস্থাগুলো মানবসম্পদের উপর নির্ভরতা কমাতে এআই প্রযুক্তি ব্যাপক হারে ব্যবহার করতে চলেছে। এই প্রযুক্তিনির্ভর প্রবণতা বাড়ছে কর্মী ছাঁটাইয়ের সংখ্যা। কাজ হারাচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ। আর তাতেই বাড়ছে চিন্তা। এই আবহে এবার ব্লুমবার্গ ইন্টেলিজেন্সের তরফে জানান হয়েছে, বর্তমানে ওয়াল স্ট্রিট ব্যাংকগুলি এআই প্রযুক্তি গ্রহণ করেছে। আর তারজেরেই আগামী ৩ থেকে ৪ বছরের মধ্যে একধাক্কায় কাজ হারাতে চলেছেন কমপক্ষে ২ লাখ কর্মী। এই কর্মী ছাঁটার জেরে প্রাথমিকভাবে ব্যাক-অফিস এবং মিডল-অফিসে প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একথায়

আপনজন ডেস্ক: গোটা বিশ্ব এখন বলা যায়, যেখানে আর্থিক কাজকর্ম করা হয় সেখানেই বেশি পরিমাণে হতে চলেছে এই কর্মী ছাঁটাই। কারণ, এআই মানুষের ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে দ্রুত গতিতে কাজ করতে সক্ষম। সেইজন্য এই সকল বিভাগে কাজ হারাতে চলেছেন কর্মীরা। ব্লুমবার্গ ইন্টেলিজেন্সের এক অভিজ্ঞ বিশ্লেষক টমাজ নোয়েটজেল জানিয়েছেন, 'এআইয়ের জন্য আগামীদিনে বেশ কিছু পরিবর্তন হতে চলেছে। ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে কাজ হারাতে চলেছেন কর্মীরা। সিটিগ্রুপ, জেপি মরগান এবং গোল্ডম্যান স্যাকসের মতো বড় প্রতিষ্ঠানগুলোতে ৫ থেকে ১০ শতাংশ কর্মী ছাঁটাই হতে পারে।' একথায় বলা যায়, এআইয়ের জন্য ব্যাংকিং ক্ষেত্রে আগামী দিনে কাজ হারাতে পারেন ৫৪ শতাংশ মানুষ।

ঘুষের মামলায় জেল-জরিমানা থেকে রেহাই পেলেন ট্রাম্প



সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫৪মি.

ইফতার: সন্ধ্যা ৫.১৫মি.

নামাজের সময় সূচি		
ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	8.68	৬.১৯
যোহর	>>.৫০	
আসর	9.08	
মাগরিব	36.3	
এশ	৬.২৯	
তাহাজ্জুদ	\$5.08	

আপনজন ডেস্ক: আগামী ২০ জানুয়ারি শপথ নিতে যাওয়া যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে পর্ন তারকাকে ঘুষ দেয়ার মামলায় রায় দিয়েছেন নিউ ইয়র্কের একটি আদালত। রায়ে তাকে 'নিঃশর্ত মুক্তি' দেয়া হয়েছে। এর ফলে জেল ও জরিমানা থেকে রেহাই পেয়েছেন তিনি। কিন্তু তিনি যে অভিযুক্ত হয়েছেন তা রেকর্ড হয়ে

ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষার দাবিতে মার্কিন কৎসকদের বিক্ষোভ



আপনজন ডেস্ক: গাজায় চলমান গণহত্যা বন্ধ, ফিলিস্তিনি চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষার দাবিতে ওয়াশিংটন ডিসির মার্কিন সিনেটের হার্ট অফিস ভবনের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করেছে 'ডক্টরস আ্রোইনস্ট জেনোসাইড' নামে এক সংগঠন। যুক্তরাষ্ট্রের এই চিকিৎসকরা, গাজায় তাদের সহকর্মীদের সুরক্ষার আহ্বান জানাতে এবং সিনেটরদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তারা এ উদ্যোগ নিয়েছে।

শুক্রবার (১০ জানুয়ারি) এক

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন প্রতিনিধি

পরিষদ আন্তর্জাতিক অপরাধ

কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা

আরোপের একটি বিল অনুমোদন

করেছে। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী

যুদ্ধ-মন্ত্রী ইয়োভ গ্যাল্যান্টের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ অপরাধে জড়িত

এই বিল পাস করেছে মার্কিন

প্রতিনিধি পরিষদ। ওই পরিষদে

এই লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত ভোটাভূটিতে

পক্ষে ২৪৩ ও বিপক্ষে ১৪০টি

ভোট পড়ে। এই বিলের বক্তব্য

এখন চূড়াস্তভাবে অনুমোদনের

সিনেটে পাঠানো হবে। সিনেটে

রিপাবলিকান দলের কর্তৃত্ব ও

করা হচ্ছে, ইসরাইলি নেতাদের

ওপর জারি করা আইসিসির

গ্রেফতারি পরোয়ানার বিরুদ্ধে

সম্ভাব্য সবচেয়ে কঠোর ভাষার

সিনেটে। মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ

বা সিনেট দেশটির ও এর মিত্রদের

গ্রেফতার করা, তাদের আটক করা

ও তাদের সম্পর্কে কোনো তদন্ত

আরোপেরও উদ্যোগ নিচ্ছে বলে

নিষেধাজ্ঞার মধ্যে থাকবে এইসব

ব্যক্তির সম্পদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে

স্থানান্তরের ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং

চালানোর তৎপরতায় জড়িত

ব্যক্তিদের ওপর নিষেধাজ্ঞা

জানানো হয়েছে। সম্ভাব্য

নিন্দা জানানো হবে মার্কিন

মাধ্যমে সুরক্ষিত ব্যক্তিদের

জন্য মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চ-কক্ষ

নিয়ন্ত্রণ রয়েছে বর্তমানে। তাই মনে

তুলে ধরেন রিপাবলিকান প্রতিনিধি

চিপ রয় ও ব্রায়ান মাস্ট। এই বিল

বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও সাবেক

হওয়ার দায়ে গ্রেফতারি পরোয়ানা

জারি করায় তাদের রক্ষার লক্ষ্যে

আদালত বা আইসিসির

প্রতিবেদনে এ খবর দিয়েছে আল

বিক্ষোভ থেকে চিকিৎসকদের দলটি উত্তর গাজার কামাল আদওয়ান হাসপাতালের পরিচালক হুসাম আবু সাফিয়ার মুক্তির দাবি জানিয়েছে। গত ২৭ ডিসেম্বর ইসরাইলি বাহিনীর অভিযানের সময় তাকে আটক করা হয়েছিল. ওই অভিযানে হাসপাতালটি ধ্বংস হয়ে যায়।

৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত এই বিক্ষোভে ওয়াশিংটন ডিসির হার্ট সিনেট ভবনে যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসক, নার্স

নেতানিয়াহুকে বাঁচাতে আইসিসির

বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার বিল পাস

তাদের ভিসা সুবিধা বাতিল করা।

কেন্দ্রীক আন্তর্জাতিক অপরাধ

আদালত বা আইসিসি গাজায়

অপরাধের দায়ে ইসরাইলের

প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু ও তার

সাবেক যুদ্ধ-মন্ত্রী গ্যাল্যান্টের

দেশে এ দুই যুদ্ধ অপরাধীকে

বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি

করে। ফলে বিশ্বের প্রায় ১২৬টি

গ্রেফতার করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

এই ১২৬ টি দেশের মধ্যে বিভিন্ন

দেশের সরকার জানিয়ে দিয়েছে যে

ইসরাহীল প্রধানমন্ত্রী ও তার সাবেক

করলে তাদেরকে অবশ্যই গ্রেফতার

করা হবে। এর আগে এই গ্রেফতারি

পরোয়ানার জবাবে মার্কিন প্রতিনিধি

পরিষদ আইসিসির ওপর নিষেধাজ্ঞা

আরোপের উদ্যোগ নিলেও সিনেটে

এ নিয়ে ভোটাভুটি হয়নি। সে সময়

সিনেট ছিল ডেমোক্রেট দলের

বৃহস্পতিবারের এই ভোটাভূটিতে

দ্বিতীয়বারের মত ইসরাইলের পক্ষে

ভোট দিলেন। এদিকে, মার্কিন

বিলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া

দেয়ার পর তিনি এক্স সামাজিক

আদালত জানিয়েছে, ব্যক্তিগত

দেখিয়েছেন। বিলটির বিরুদ্ধে ভোট

জন-প্রতিনিধি ইলহান ওমর এই

নিয়ন্ত্রণে। গতকালের তথা

মার্কিন প্রতিনিধিরা এ নিয়ে

যুদ্ধ-মন্ত্রী এই দেশগুলো সফর

মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধ

গত বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালে হেগ-

এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের এই দলটি গাজা অঞ্চলের উত্তরাংশে চলমান স্বাস্থ্য সংকট নিয়ে নিজেদের উদ্বেগ তুলে ধরেন তারা। 'ডক্টরস অ্যাগেইনস্ট জেনোসাইড

গাজার হাসপাতালে এবং

স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে বিদ্যমান গুরুতর পরিস্থিতির উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে জরুরি সহায়তার আহ্বান জানান। এছাড়া সংগঠনটি গাজার স্বাস্থ্যব্যবস্থার তীব্র সংকট এবং সেখানে চিকিৎসা সেবা গ্রহণে সীমাবদ্ধতার বিষয়গুলো আলোচনা করেন। সংগঠনটি বিভিন্ন দেশে চলমান সংঘাত এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে। সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা যুদ্ধক্ষেত্রে নিরীহ মানুষের ওপর চালানো সহিংসতার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, গণহত্যার মতো অপরাধের বিরুদ্ধে বিশ্বজড়ে চিকিৎসকরা একতাবদ্ধভাবে কাজ করতে চান। তারা এসব অপরাধের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনার আহ্বান জানিয়েছেন।

মাধ্যমে লিখেছেন, বিশ্বের সবচেয়ে

নারকীয় অপরাধের প্রমাণ তুলে

ধরার কাজে নিয়োজিত

মাধ্যমে গণহত্যায় আসক্ত

নেতানিয়াহুকে রক্ষার ব্যবস্থা নেয়া

হয়েছে যাতে সে গাজায় গণহত্যা

২০২৩ সনের ৭ অক্টোবর থেকে

ফিলিস্তিনি শহীদ হয়েছেন যাদের

বেশিরভাগই নারী ও শিশু। এছাডা

আহত হয়েছে আরো এক লাখেরও

বেশি গাজাবাসী। অবশ্য আজ

ব্রিটেনের ল্যান্সেট চিকিৎসা

সাময়িকী ল্যান্সেট জানিয়েছে.

গাজায় যুদ্ধের প্রথম নয় মাসে

দ্য ল্যান্সেট মেডিক্যাল জার্নাল

জানিয়েছে, গাজার জনসংখ্যার

প্রতি ৩৫ জনের একজন গত

নিহত হয়েছে যা সেখানকার

শতাংশ। ল্যান্সেট সাময়িকীর

সাম্প্রতিক গবেষণা বা তদন্ত

হাজার ২৬০ জন।

জুলাই মাসের শেষ নাগাদ পর্যন্ত

জনসংখ্যার প্রায় দুই দশমিক নয়

অন্যায়ী গাজায় ইসরাইলি হামলায়

নিহতের সর্বমোট সংখ্যা প্রায় ৬৪

নিহতের যে সংখ্যা ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য

মন্ত্রণালয় প্রকাশ করেছে বাস্তবে এই

সংখ্যা তার চেয়ে ৪০ শতাংশ বেশি।

শুরু হওয়া ইসরাইলি গণহত্যা

অভিযানে প্রায় ৫০ হাজার

অব্যাহত রাখতে পারে। গাজায় গত

সহিংস বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। আজ শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই বিক্ষোভ ও সংঘর্ষের ভিডিও-ফুটেজ দেখা গেছে। সংঘর্ষে আহত হয়েছেন পুলিশসহ অসংখ্য বিক্ষোভকারী। চীনের শানসি প্রদেশের পুচেং শহরে অবস্থিত পুচেং কারিগরি স্কুলের ছাদ থেকে গত ২ জানুয়ারি রহস্যজনকভাবে নিচে পড়ে মারা যায় ১৭ বছরের ডাং চাংসিন। ডরমেটরি ভবনের

রাতে ছেলেটি বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া-তর্কের পর আত্মহত্যা করেছে। তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছডিয়ে পড়তে থাকে যে, ওই ছাত্রে মৃত্যুর ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে। গত এক সপ্তাহ ধরেই এ নিয়ে

ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে এলাকাবাসীর

স্কুল কর্তৃপক্ষ দাবি করে, নববর্ষের

আপনজন ডেস্ক: এক

স্কুলশিক্ষার্থীর মৃত্যুর জের ধরে

চীনের উত্তর-পশ্চিমের এক শহরে

শহরটিতে বিক্ষোভ চলছিল। তবে তাতে কোনো বাধা দেয়নি কর্তৃপক্ষ। গতকাল শুক্রবার ভোরে ওই বিক্ষোভ দমনে মাঠে নামে পুলিশ। তাতেই বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা ভিডিওতে দেখা যায়, কিছ বিক্ষোভকারীকে পুলিশ মারধর করার পর পুলিশ ও অফিসারদের দিকে ইট-পাটকেল-পানির বোতল ছুঁড়ে মারে তারা। এতে একজন পুলিশ কর্মকর্তার মাথা ফেটে রক্ত চীনে জনসাধারণের বিক্ষোভ বিরল

নিচে তার লাশ পড়ে থাকতে দেখে হলেও অস্বাভাবিক নয়। যদিও পুচেংয়ে বিক্ষোভের বিষয়ে চীনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম নীরব। এরইমধ্যে বিক্ষোভের যেকোনো ক্লিপ সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সেন্সর করা হয়েছে। কিন্তু চীন থেকে বেশ কয়েকটি ভিডিও ফাঁস হয়ে এক্স-এ (সাবেক টুইটার) পোস্ট করা

ভয়াবহ এই দুর্যোগ মোকাবেলায়

ছাত্রের মৃত্যু ঘিরে চিনে সহিংস বিক্ষোভ



লস অ্যাঞ্জেলেসে দাবানল, ৫০ বিলিয়ন ডলারের সম্পদ পুড়েছে



আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে ছড়ানো দাবানল নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি তিন দিনেও, উল্টো ঝড়ের বেগে বাতাসে তা ছড়িয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকায়। শত শত ঘরবাড়ি পুড়েছে, প্রাণ গেছে অন্তত পাঁচজনের। বিনোদন জগতের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত লস অ্যাঞ্জেলেসে এ দাবানলের সূত্রপাত হয় গত মঙ্গলবার। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সেখানে ছয়টি আলাদা দাবানল সৃষ্টি হয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে আগুনে পুড়ে মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বহুমূল্যের বাড়ি-গাড়ি। এরই মধ্যে ক্ষতি হয়েছে ৫০ বিলিয়ন ডলারের সম্পদের। আলাদা ছয়টি দাবানলের মধ্যে তিনটি নিয়ন্ত্রণের পুরোপুরি বাইরে চলে গেছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। প্রাণে বাঁচতে লস অ্যাঞ্জেলেসের ১ লাখ ৭৯ হাজারের বেশি বাসিন্দাকে নিরাপদে সরে যেতে বলা হয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় গড়ে তোলা হয়েছে আশ্রয়কেন্দ্র। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। প্রয়োজনে সময় আরো বাড়ানো হতে পারে।

হিমশিম খাচ্ছে লস অ্যাঞ্জেলেস, প্রতিবেশী কাউন্টিগুলো থেকেও আনা হচ্ছে আগুন নেভানোর সরঞ্জাম ও কর্মী বাহিনী। যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরটিতে কেন দাবানল এমন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে, সেই প্রশ্নটি এখন সামনে আসছে। দেশটির কর্মকর্তারা বলছেন, দীর্ঘ সময় বৃষ্টি না হওয়ার ফলে খরা আর প্রবল বাতাসের কারণে দাবানল দ্রুত ছড়াচ্ছে। দাবানল ছড়িয়ে পড়া এলাকাগুলোর মধ্যে আগুনের সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ দেখা গেছে অভিজাত এলাকা প্যাসিফিক প্যালিসেইডসে। সেখানে ১৫ হাজার ৮৩২ একর এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে আগুন। এই এলাকার একাঢ ব্যাড়তে ১৯৭৯ সাল থেকে বসবাস করে আসছেন হলিউডের তারকা অভিনেতা বিলি ক্রিস্টাল। আগুনে সেটিও পুড়ে গেছে। আগুন ছড়িয়েছে হলিউড হিলসেও। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি আগুনে ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছেন বিনোদনজগতের আরো অনেকে। অনেকে ঘরবাড়ি ছেড়েছেন। লস অ্যাঞ্জেলেসের দাবানলের ভয়াবহতা স্যাটেলাইটে ধারণ করা ছবিতেও স্পষ্ট হয়েছে। স্থানীয় কেটিএলএ টেলিভিশনে সম্প্রচার করা ভিডিওতে দেখা গেছে, ধোঁয়ায় ছেয়ে আছে এলাকার পর এলাকা। আগুনে এখন পর্যন্ত লস অ্যাঞ্জেলেসে প্রায় দুই হাজার অবকাঠামো ধ্বংস হয়েছে।

ল্যানচেট

আপনজন ডেস্ক: ব্রিটেনের জনপ্রিয়

চিকিৎসা বিষয়ক সাময়িকী

ল্যানচেট জানিয়েছে, গাজায় যুদ্ধের প্রথম নয় মাসে নিহতের যে সংখ্যা ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় প্রকাশ করেছে বাস্তবে এই সংখ্যা তার চেয়ে ৪০ শতাংশ বেশি। শুক্রবার মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আরব নিউজের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, শুক্রবার চিকিৎসা বিষয়ক সাময়িকী ল্যানচেটের প্রকাশিত গবেষণায় অনুমান করা হয়েছে, ইসরাইল-হামাস যুদ্ধের প্রথম নয় মাসে গাজায় মৃতের সংখ্যা ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের রেকর্ডের চেয়ে প্রায় ৪০ শতাংশ বেশি। এই সাময়িকীটি আরো জানিয়েছে. গাজার জনসংখ্যার প্রতি ৩৫ জনের একজন গত জুলাই মাসের শেষ নাগাদ পর্যন্ত নিহত হয়েছে যা সেখানকার জনসংখ্যার প্রায় দুই দশমিক নয় শতাংশ। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসেব অনুযায়ী গত বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত সময়ে গাজা যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা ছিল ৩৭ হাজার ৮৭৭ জন। কিন্তু ল্যানচেটের গবেষণা বা তদন্ত অনুযায়ী গাজায় ইসরাইলি হামলায় নিহতের সর্বমোট সংখ্যা প্রায় ৬৪ হাজার ২৬০ জন যা গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের রিপোর্টের তুলনায় ৪১ শতাংশ বেশি। হাজার হাজার ব্যক্তি ধ্বংসস্তুপের নিচে চাপা পড়ে থাকায় তাদের নিখোঁজের মধ্যে ধরা হচ্ছে। এদিকে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, গত ২৪ ঘন্টায় ইসরাইলি বাহিনী হামলায় ৭০ জন নিহত এবং ১০৪ জন আহত হয়েছে। এ নিয়ে ২০২৩ সালের অক্টোবরে শুরু হওয়া এ হামলায় নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৬ হাজার ছয়জনে। আহত হয়েছে আরো এক লাখ নয় হাজার ৩৭৮ জন। উল্লেখ্য, ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় এক বছরের বেশি সময় ধরে হামলা চালিয়ে আসছে ইসরাইল। দেশটির অব্যাহত এ হামলায় সৃষ্ট ধ্বংসস্তৃপ পরিষ্কার করতে অন্তত ১৫ বছর সময় লাগবে। এজন্য প্রতিদিন ১০০টি লরি ব্যবহার করতে হবে। জাতিসঙ্ঘের হিসাব মতে, গাজায় ভবন ধসে এ পর্যন্ত ৪২ মিলিয়ন টনেরও বেশি ধ্বংসস্তৃপ জমা হয়েছে। এ ধ্বংসস্তৃপগুলো যদি একসাথে এক জায়গায় রাখা যায়, তাহলে তা মিসরের ১১টি গ্রেট পিরামিডের সমান হবে। এ ধ্বংসস্তৃপ সরাতে ব্যয় হবে ৫০০ থেকে ৬০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

মানবাধিকার বিষয়ক আইনজীবীসহ অন্যদেরকে বীর হিসেবে সম্বর্ধনা জানানো উচিত, তাদের শাস্তি দেয়া উচিত নয় যদিও যে যুদ্ধ-অপরাধীদের তারা চিহ্নিত করেছেন তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র। আরেকজন মার্কিন জনপ্রতিনিধি রাশিদা তালিবও একই সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, এই বিলের

ফেসবুক পোস্টে বিচারপতির সমালোচনা, ভিয়েতনামে আইনজীবীর কারাদণ্ড



আপনজন ডেস্ক: ফেসবুক পোস্টে বিচারপতির সমালোচনার কারণে ভিয়েতনামের একটি আদালত একজন বিশিষ্ট সাবেক আইনজীবীকে তিন বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে। শুক্রবার (১০ জানুয়ারি) হ্যানয় বার অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক উপ-প্রধান ৬৫ বছর বয়সী ট্রান দিন ত্রিয়েননেকে 'গণতাম্ব্রিক স্বাধীনতার অপব্যবহার করে রাষ্ট্রের স্বাৰ্থ ক্ষুন্ন' অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

ফেসবুক পেজে পোস্ট করা কিছু বিষয়বস্তু আদালত এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির ব্যক্তিগত সুনাম ক্ষুন্ন করেছে। হ্যানয়ের ভি দান 'জনগণের জন্য' নামে একটি আইনি প্রতিষ্ঠানের প্রধান ত্রিয়েন গত জুনে গ্রেপ্তার হন। গত সপ্তাহে তার আইন পেশার লাইসেন্স স্থগিত করা হয়। ২০১৩-২০১৮ সাল পর্যন্ত হ্যানয় বার অ্যাসোসিয়েশনের ডেপুটি চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করা ত্রিয়েন অধিকারকর্মীদের পক্ষে এবং জমি দখলের মতো বিষয়ে মক্কেলদের পক্ষে আইনি লড়াই করেছেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা তিনটি ফেসবুক পোস্ট গত বছরের এপ্রিল ও মে মাসে আপলোড করা হয়েছিল। পোস্টগুলোতে তিনি প্রধান বিচারপতির সমালোচনা করেন।

ইন্সলামিক জাদুর্শে জাবানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

Mob.: 9830401057

Govt. Regd No.- 1033/00241 Email: madinamission949@gmail.com ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলছে পঞ্চম থেকে অস্টম শ্রেণি

সীমিত সংখ্যক আসনে পঞ্চম থেকে অস্টম শ্রেণিতে স্পট টেস্টের মাধ্যমে ভর্তি চলছে।

- ঃঃ আমাদের পরিযেবা ঃঃ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের এবং পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্যদের সিলেবাস অনুসারে পড়ানো হয়।
- হোস্টেলের সুব্যবস্থা আছে। আবাসিক ছাত্রদের দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা মণিটরিং করানো হয়। আবাসিক ছাত্রদের ১০-১২ বছরের ছাত্রদের হাফেজী এবং মাওলানা কাফিয়া পর্যন্ত শিক্ষার
- পাশাপাশি জেনারেল শিক্ষা প্রদান করা হয়। 🌓 গরিব এতিম ছাত্রদের বিনামূল্যে রাখা হয়। এতিম শিশুদের আধুনিক ও দ্বিনি শিক্ষার অতুলনীয়

সভাপতি- মৃফতি লিয়াকাত সাহেব সহ-সভাপতি- ইনতাজ আলি শাহ (প্রাক্তন বিচারপতি) হাজি ইউসৃফ মোল্লা, মাস্টার আবুল্লাহ সর্দার, মাস্টার আব্দুল বাসার

সম্পাদক- ইমাম হোসেন সেখ সহ-সম্পাদক- আব্দুর রহমান, সৈয়দ রহমাতৃল্লাহ

প্রধান শিক্ষিকা- সাবিনা সেখ

পথ নির্দেশ- শিয়ালদহ ক্যানিং, লক্ষীকান্তপুর, ডায়মগুহারবার ট্রেনে করিয়া মল্লিকপুর স্টেশন হইতে টোটো কিংবা রিক্সা করে মদিনা মিশন দঃ চৌহাটি হাঁটাপথ ২০মিনিট



আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নিউকি কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ২৬ পৌষ ১৪৩১, ৯ রজব ১৪৪৬ হিজরি



শান্তি আসিবে কি

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ চলিতেছে। অর্জুনপুত্র অভিমন্যু ছিলেন তাহার পিতার মতো অপতিরোধ্য বীর। যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনে অর্জুনদের প্রতিপক্ষ দুর্যোধনের সেনাপতি দ্রোণাচার্য অভেদ্য চক্রব্যুহ তৈরি করেন। অভিমন্যু এই চক্রব্যুহে প্রবেশের উপায় জানিতেন, কিন্তু উহা ভেদ করিয়া বাহির হইবার

ভয়ংকর যুদ্ধের ময়দানে অভিমন্যু উপায়ান্তর না দেখিয়া ব্যূহে প্রবেশ করেন। প্রতিপক্ষের সহিত প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। কিন্তু প্রতিপক্ষ এমন স্তরে স্তরে ব্যুহের জাল বিছাইয়া রাখিয়াছিলেন যে, সেই জাল ছিন্ন করিয়া ব্যুহ হইতে বাহির হইবার ক্ষমতা মহাবীর অভিমন্যুর ছিল না। তিনি প্রতিপক্ষের বেষ্টনীর মধ্যেই গদাঘাতে নিহত হন। তাত্পর্যপূর্ণ বিষয় হইল, এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শুরুতে অর্জুন যখন যুদ্ধ করিতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগিতেছিলেন, তখন তাহার রথের সারথি শ্রীকৃষ্ণ জানাইয়াছিলেন যে, অর্জুনের এইরূপ দ্বিধা করিবার কোনো কারণ

কারণ, এই যুদ্ধে অর্জুন নিমিত্ত মাত্র, যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণ সকলকে মারিয়া রাখিয়াছেন এবং অর্জুনদের বিজয় পূর্ব হইতেই

বিদ্বজ্জনেরা এই ক্ষেত্রে বলিতে থাকেন–দেবতারা কোনো বিজয় পূর্বনির্ধারিত করিয়া থাকেন অধর্ম দূর করিয়া সেইখানে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য। কিন্তু মানুষ একই কাজ করে অধর্ম বা দুর্নীতিকে আশ্রয়

একই কাজ মানে কোনো বিজয় পর্বনির্ধারিত করিয়া দেওয়া। মানুষ যেই হেতু এই কাজটি অধর্ম বা দুর্নীতিকে আশ্রয় করিয়া সম্পন্ন করে, এই জন্য মানুষের ক্ষেত্রে পূর্বনির্ধারিত জয়ের ফল কখনো শুভ হয় না। দুঃখজনকভাবে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই পূর্বনির্ধারিত বিজয় নিশ্চিত করা হয় কথিত গণতন্ত্রের মাধ্যমে। যাহার ভিত্তির ওপর গণতন্ত্র দাঁড়াইয়া থাকে, সেই 'নির্বাচন' ম্যানিউপুলেট করা হয়। এই ব্যাপারে বিশ্বের স্বনামধন্য কিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠান বলিতেছে, নির্বাচন কারচুপির মেকানিজমটা উন্নয়নশীল বিশ্বের কিছু দেশ খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

ক্ষমতাসীন দল তাহার প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, নির্বাচন কমিশনের সহিত যোগসাজশের মাধ্যমে একদম তৃণমূল পর্যন্ত নির্বাচনকে নিজের মতো সাজাইতে পারেন। এমতাবস্থায় যখন বলা হয়, 'আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী নির্বাচন' হইতে হইবে, তখন স্মরণ করিতে হয় অভিমন্যুর কথা–যাহার চারিদিকে জাল বিছানো ছিল, যাহাতে তিনি কিছুতেই চক্রব্যুহ ভেদ করিয়া বাহির হইতে না পারেন। একইভাবে একটি সুষ্ঠু তথা আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী নির্বাচন করিবার জন্য যেই 'ব্যূহ' ভেদ করিতে হইবে–দৃশ্যত তাহা অসম্ভব বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে।

এবং এই ক্ষেত্রে অভিমন্যুর পরিণতি আমরা জানি। তাহা হইলে কী এখন উপায়? প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক জহির রায়হান তাহার 'জীবন থেকে নেওয়া' চলচ্চিত্রে একটি গান ব্যবহার করিয়াছিলেন–'এ খাঁচা ভাঙব আমি কেমন করে'।

সুষ্ঠু নির্বাচনের যাবতীয় শর্ত যেই 'খাঁচা'য় বন্দি হইয়া গিয়াছে–তাহা ভাঙা সম্ভব নহে বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে। কারণ সামাজিক পারিপার্শ্বিক ও পরিবেশগত কারণে প্রশাসনে যাহারা থাকেন. সরকারের উপর তাহাদের নির্ভর করিবার বিষয়টিও এত সহজে

দুঃসাহসিক হইবার নহে। বস্তুত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সুষ্ঠুভাবে ক্ষমতার পালাবদলের জন্য যেই শর্ত ও মূল্যবোধ প্রত্যাশা করা হয়—এই দেশগুলি তাহা হইতে

শত যোজনপথ দূরেই থাকিয়া যাইতেছে। তৃতীয় বিশ্বে ক্ষমতাসীনরা অতি দক্ষ, অতি কৌশলী, অভাবিত স্মার্ট হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের ক্ষমতার অপরাহ্ন বেলাকে পিছাইয়া দিতে। ইহা ঠিক যে, এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাইতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে একসময় হয়তো বিপ্লব হইবে, অদমনীয় আন্দোলন হইবে। কিন্তু শান্তি আসিবে কি? দুঃখজনকভাবে, এই ধরনের বিপ্লব ও আন্দোলনে যেই লোকক্ষয়, রক্তক্ষয়, সম্পদক্ষয় হইবে–তাহার তো কোনো প্রয়োজন ছিল না।

সুমাইয়া ঘানুসি

সিরিয়া নিয়ে কথা বলার অধিকার নেই ইউরোপের

করতে না পারে'।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবকের সাম্প্রতিক দামেস্ক সফর বেশ বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। বেয়ারবক দৃটি স্পৃষ্ট বার্তা দিয়েছেন। সেই বার্তা থেকে সিরিয়া নিয়ে ইউরোপের অবস্থান বোঝা যায়। ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এই সফরে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থনীতি ও রাজনীতি–দুটিই সিরিয়ার সঙ্গে জড়িত। বার্লিন এ-ও পরিষ্কার করেছে যে তারা মূলত কুর্দি জনগণের সুরক্ষায় মনোযোগ দিচ্ছে এবং সিরিয়ায় নতুন ইসলামি কাঠামোর জন্য কোনো আর্থিক সহায়তা তারা দেবে না। জার্মানি উত্তর-পূর্ব সিরিয়ায় কুর্দি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমর্থন করছে। এদের সিরিয়া ও তুরস্কের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটাই জার্মানির আর বেশির ভাগ ইউরোপীয় দেশের আনুষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি। এর মূল লক্ষ্য কেন্দ্রকে দুর্বল করা। তবে তাদের উদ্দেশ্য কিন্তু কুর্দিদের জন্য ন্যায়বিচার, নাগরিকত্ব বা সাংস্কৃতিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান নয়; বরং আরবিভাষী প্রধান সমাজে

কুর্দিদের জন্য একটি আলাদা

সিরিয়ার সমাজে ইসলামি কাঠামো প্রত্যাখ্যান করা জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্য জার্মানির বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্যনীতিকে প্রতিফলিত করে। জার্মানি মধ্যপন্থী বা চরমপন্থী যেকোনো ধরনের 'রাজনৈতিক ইসলাম'কে প্রত্যাখ্যান করে। এর পরিবর্তে তারা ধর্মনিরপেক্ষ উদারপন্থী গোষ্ঠীগুলোকে সমর্থন করেছে। যদিও বাস্তব ক্ষেত্রে এদের তেমন কোনো প্রভাব বা শক্তি-সামর্থ্য নেই।

ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যঁ-নোয়েল বারো তাঁর দামেস্ক সফরে খ্রিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের রক্ষা করতে তিনি ফ্রান্সের অটল প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন। অতি সেক্যুলার ফ্রান্স সব সময় ধর্ম ও জাতিগত বিভাজনের উধ্বের্ব থাকা প্রজাতান্ত্রিক মডেলের কথা বলে। মজার বিষয় হলো, এবার তারা পূর্বাঞ্চলীয় খ্রিষ্ট সম্প্রদায়ের মুখপাত্র ও তাদের রক্ষাকারীতে পরিণত হয়েছে। এতে তাদের বহুল প্রচারিত 'সর্বজনীন নাগরিকত্বের' ধারণা যেন উবে গেছে। দেশের ভেতরে সেক্যুলার প্রজাতম্ব

আর বিদেশে খ্রিষ্টানরক্ষক–এই



চমকপ্রদ বৈপরীত্য ফ্রান্সের জন্য নতুন নয়। দুই শতাব্দী আগেও ফ্রান্স ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে কঠোর যুদ্ধ চালিয়ে শিক্ষা,

রাজনীতি ও জনজীবনে চার্চের প্রভাব কমানোর চেষ্টা করেছিল। একই সময়ে, নেপোলিয়নের সেনাবাহিনী মিসর ও লেভান্ত

অঞ্চল দখল করে সেখানকার অধিবাসী বিভিন্ন খ্রিষ্টধর্মীয় গোষ্ঠীর অভিভাবক হিসেবে নিজেদের তুলে

এই সুবিধাবাদী দ্বিমুখী নীতি আজও ফ্রান্সের পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করে চলেছে। সিরিয়ার খ্রিষ্টানদের প্রতি সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিতে

সুরক্ষার প্রয়োজন নেই। আমরা শুধু চাই সব সিরিয়ানের মতো সমান নাগরিক অধিকার নিয়ে মুক্তভাবে বাঁচতে। আমরা আমাদের জন্য এবং আমাদের সব সিরিয়ান ভাইবোনের জন্য ন্যায়বিচার চাই। কয়েক সপ্তাহ আগেই সিরিয়ান নারীদের আত্মঘোষিত রক্ষক বেয়ারবক গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধ যে ন্যায্য, তা প্রমাণ করছিলেন। গাজায় এই যুদ্ধের সময় উচ্ছেদ হওয়া ফিলিস্তিনি নারী ও শিশুদের তাঁবুতে পুড়িয়ে মারার ঘটনাও তখন তাঁর কাছে অন্যায় মনে হয়নি। তিনি বলেছিলেন, 'যখন হামাসের সন্ত্রাসীরা মানুষের ভিড়ে, স্কুলের আড়ালে লুকায়, তখন বেসামরিক স্থানগুলো আর সুরক্ষিত রাখা যায় না।' নারী ও সংখ্যালঘুদের নৈতিক

রক্ষক হিসেবে দেখা তো দুরের কথা, গাজা গণহত্যাকে সমর্থন করার জন্য বহু আরবীয় জার্মান সরকারকে ঘৃণা করে। এরা

মাত্র চার বছর আগে ৬ জানুয়ারি ২০২১-এ ক্যাপিটলে সংঘটিত সহিংসতায় উসকানির অভিযোগে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম থেকে দুই বছরের জন্য বরখাস্ত করেছিল। সামাজিক নেটওয়ার্কগুলো সব সময়ই তাদের প্ল্যাটফর্মে বক্তব্য নিয়ন্ত্রণে সমস্যায় পড়েছে। তারা শুধু একটা বিষয়ে নিশ্চিত যে তারা কোনো বিতর্কে যে পক্ষই নিক, অন্তত ৫০ শতাংশ মানুষ এর উল্টো দিকে যাবে। তবে তারা সবকিছুর উধের্ব ব্যবসা বাড়ানোর জন্যই যা করার করেছে। অন্য দিকে যথেষ্ট বিনিয়োগ তারা করেনি। প্ল্যাটফর্মগুলো দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছে যে কার্যকর কনটেন্ট মডারেশন এমন এক সমস্যা, যার মীমাংসা সম্ভব নয়। কিন্তু এই সমস্যা তো তারা নিজেরাই তৈরি করেছে যেকোনোভাবে ব্যবহারকারী বাড়ানোর ধান্দায়। অবশ্যই অনলাইনে আলোচনা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। আর মেটার মতো কোম্পানিগুলো যে কনটেন্ট মডারেশন চালু করতে চেষ্টা করেছে, তা কার্যকর হয়নি। তবে তাই বলে মডারেশন পুরোপুরি পরিহার করে কমিউনিটি নোটসকে গ্রহণ করা সমাধান নয়। এই সপ্তাহে জাকারবার্গ তাঁর বৈশ্বিক নীতিনির্ধারণী প্রধান হিসেবে নিজেকে র্যাডিক্যাল মধ্যপন্থী দাবি করা নিক ক্লেগের জায়গায় একজন রিপাবলিকানপন্থীকে নিয়োগ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মিত্র ডানা হোয়াইটকে মেটার বোর্ডে নিয়ে এসেছেন। এসব ঘটনা থেকে আড়াল করা সত্যটা বোঝা যায়। এসব আসলে রাজনৈতিকভাবে সুবিধা নেওয়ার

হস্তক্ষেপের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছে কিছু মাত্রায়। মেটা

লাইফ সাপোর্টে নিয়ে। মেটা স্বাধীন ফ্যাক্টচেকিং সংস্থাগুলোকে অর্থায়ন করে সত্যের একটি অংশ ধরে রাখার চেষ্টা চালু রেখেছিল। তা অন্তত রাজনৈতিক পক্ষপাতমুক্ত উল্টোকে বলা হচ্ছে সোজা। মেটা ইলন মাস্ক। প্রস্তুত থাকুন–সামনের

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে

বস্তুনিষ্ঠ সত্যের ধারণা এখন

ধ্বংসের পথে। বস্তুনিষ্ঠতা আগে

থেকেই কোনোমতে টিকে ছিল

এখন দিনকে রাত বলা হচ্ছে, হয়ে উঠেছে অজানা এক শক্তি। মার্ক জাকারবার্গ হয়ে উঠেছেন চার বছর হবে উত্তাল, বিষাক্ত ও সত্যহীন এক অনলাইন সময়। ক্রিস স্টোকেল-ওয়াকার, লেখক গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি

ইনস্টাগ্রামের ফ্যাক্টচেকিং প্রোগ্রামে

ব্যাপক পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত

নিয়েছেন। এ সিদ্ধান্ত অনলাইনে

সমাজের আয়নায় দেখা হাস্যকর

এক বিকৃত প্রতিচ্ছবি হিসেবে কাজ

যোগাযোগমাধ্যম। সর্বদা অনলাইনে

থাকি আমরা। এর অ্যালগরিদম

দিকগুলোকে উজ্জ্বল করে তুলে

ধরে। আডালে থাকে ভালো

দিকগুলো। এ কারণেই আমরা

আজ এতটা বিভক্ত। সামাজিক

পরস্পরের বিরুদ্ধে চিৎকার করে,

এই সপ্তাহে এক 'প্রযুক্তিদানবের'

এ ঘোষণা তাই খুবই উদ্বেগজনক।

'যাহারা এইখানে প্রবেশ করিবে,

ত্যাগিয়া আসিবে সকল আশা'!

ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন দ্বিতীয়বারের

মতো মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার

প্রস্তুতি নিচ্ছেন, ঠিক তার দুই

সপ্তাহ আগে মেটা, ফেসবুক,

হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম ও

থ্রেডসের মূল কোম্পানি বড়

পরিবর্তন এনেছে কনটেন্ট

কোম্পানিটি আসন্ন প্রেসিডেন্টের

মতাদর্শের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে

গত মঙ্গলবার মেটার প্রধান নির্বাহী

মার্ক জাকারবার্গ তাঁর ব্যক্তিগত

ফেসবুক পেজে একটি অদ্ভুত

ভিডিও বার্তা দিলেন। ঘোষণা

করলেন, মেটা যুক্তরাষ্ট্রে তৃতীয়

পক্ষের ফ্যাক্টচেকারদের কাজ বন্ধ

করে দিচ্ছে। তাদের পরিবর্তে কী

মার্ক জাকারবার্গের পরিচালিত

বিলিয়নের বেশি মানুষ বিভিন্ন

অ্যাপে লগইন করেন। সেখানে

এখন থেকে ইলন মাস্কের মতো

গ্রহণযোগ্য হবে আর কী ধরনের

নয়। এখন থেকে যে যত বেশি

চিৎকার করবে, তারা তত বেশি

মেটার সিইও স্পষ্টতই স্বীকার

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

'আমাদের মুক্তমত প্রকাশের

হয়েছে', বলেছেন তিনি। তিনি

বলেন, 'ইমিগ্রেশন বা লিঙ্গ নিয়ে

মতামতের সঙ্গে আর মেলে না।'

যে বিধিনিষেধ আরোপ করা

হয়েছে, সেগুলো মূলধারার

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে

শিকড়ের দিকে ফিরে যাওয়ার সময়

করেছেন যে এই পরিবর্তন

জায়গা পাবে।

নিয়ন্ত্রণ করা হবে কী ধরনের বক্তব্য

'কমিউনিটি নোটস' ফরম্যাটে

প্ল্যাটফর্মে প্রতিদিন বিশ্বজ্ঞতে তিন

আসছে? মবের শাসন।

মডারেশনে। মনে হচ্ছে

নিচ্ছে।

যেন তারা এক বিশাল হতাশাজনক

যোগাযোগমাধ্যমে দুটি দল

শন্যতার মধ্যে পড়ে গেছে।

আমাদের জীবনের খারাপ

সত্যবিহীন এক যুগের সূচনা

করেছে এই সামাজিক

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মেটার প্রধান ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের ফ্যাক্টচেকিং প্রোগ্রামে ব্যাপক পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ সিদ্ধান্ত অনলাইনে সত্যবিহীন এক যুগের সূচনা করছে। সমাজের আয়নায় দেখা হাস্যকর এক বিকৃত প্রতিচ্ছবি হিসেবে কাজ করেছে এই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। সর্বদা অনলাইনে থাকি আমরা। এর অ্যালগরিদম আমাদের জীবনের খারাপ দিকগুলোকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরে। আড়ালে থাকে ভালো দিকগুলো। এ কারণেই আমরা আজ

এতটা বিভক্ত। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দুটি দল পরস্পরের বিরুদ্ধে চিৎকার করে, যেন তারা এক বিশাল হতাশাজনক শূন্যতার মধ্যে পড়ে গেছে। তা নিয়ে লিখেছেন ক্রি**স স্টোকেল-ওয়াকার...**

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এখন

আর সত্য বলতে কিছু থাকবে না!



বস্তুনিষ্ঠ সত্যের ধারণা এখন ধ্বংসের পথে। বস্তুনিষ্ঠতা আগে থেকেই কোনোমতে টিকে ছিল লাইফ সাপোর্টে নিয়ে। মেটা স্বাধীন ফ্যাক্টচেকিং সংস্থাগুলোকে অর্থায়ন করে সত্যের একটি অংশ ধরে

জাকারবার্গ কিন্তু জানিয়ে দিয়েছেন। মেটা তাদের ট্রাস্ট অ্যান্ড সেফটি টিম এবং কনটেন্ট মডারেশন টিমকে লিবারেল ক্যালিফোর্নিয়া থেকে সরিয়ে যক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান রাজ্য টেক্সাসে স্থানান্তর করবে। সব

নয়। কিন্তু কিছু মানুষের সিদ্ধান্ত অন্য অনেকের সিদ্ধান্তের তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মার্ক জাকারবার্গ সেই অল্প কিছু মানুষের মধ্যে একজন।

অনলাইন ও অফলাইন উভয় ক্ষেত্রেই বিশ্ব সেই পথ অনুসরণ গত ২১ বছরে মেটার প্রধান নির্বাহী মার্ক জাকারবার্গ নিজেকে সমাজের করে। আর মেটা এখন ডানপন্থার

রাখার চেষ্টা চালু রেখেছিল। তা গত মঙ্গলবার মেটার প্রধান নির্বাহী মার্ক জাকারবার্গ তাঁর ব্যক্তিগত ফেসবুক পেজে একটি অদ্ভূত ভিডিও বার্তা দিলেন। ঘোষণা করলেন, মেটা যুক্তরাষ্ট্রে তৃতীয় পক্ষের ফ্যাক্টচেকারদের কাজ বন্ধ করে দিচ্ছে। তাদের পরিবর্তে কী আসছে? মবের শাসন। মার্ক জাকারবার্গের পরিচালিত প্ল্যাটফর্মে প্রতিদিন বিশ্বজুড়ে তিন বিলিয়নের বেশি মানুষ বিভিন্ন অ্যাপে লগইন করেন। সেখানে এখন থেকে ইলন মাস্কের মতো 'কমিউনিটি নোটস' ফরম্যাটে নিয়ন্ত্রণ করা হবে কী ধরনের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে আর কী ধরনের নয়। এখন থেকে যে যত বেশি চিৎকার করবে, তারা তত বেশি জায়গা পাবে।

অন্তত রাজনৈতিক পক্ষপাতমুক্ত জাকারবার্গ অতীতের 'সেন্সরশিপ মতো মাথায় একটা মার্কামারা টুপি ভুল'-এর কথা স্বীকার করেছেন। পরে হাতে একটা শটগান রাখাই তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি বাকি রেখেছেন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে কাজ সব ব্যবসায়ীই রাজনৈতিক করবেন, যাতে 'বিদেশি পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে চতুর কিছু পদক্ষেপ নেন। আর সরকারগুলো আমেরিকান কোম্পানিগুলোকে আরও বেশি যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ধেয়ে আসা ট্রাম্প সেন্সর করার জন্য চাপ প্রয়োগ নামক ঝড়ের মতো রাজনৈতিক দুর্যোগের সামনে মেটার এই সবচেয়ে উদ্বেগজনক কথাটি

পদক্ষেপ খুব অপ্রত্যাশিত কিছু

মিলিয়ে মনে হচ্ছে, এই ভিডিওতে কেন্দ্রীয় অংশে নিয়ে এসেছেন। ওয়েবসাইট পরিচালনা করতেন, যা কলেজশিক্ষার্থীরা ব্যবহার করত। এখন এটি আমাদের জীবনের প্রতিটি স্তরের জন্য একটি অপরিহার্য মাধ্যম হয়ে উঠেছে। ২০০০ সালের শুরুর দিকের একটি ছোটখাটো অনলাইন বিনোদনের পোর্টাল এখন অপরিহার্য ময়দান হয়ে উঠেছে।

এখানে আমরা সবাই প্রতিদিন

দিকে একটি নাটকীয় নতুন পথ এক দশকের বেশি সময় ধরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আমরা বিভক্ত হয়ে আছি। এই অভিজ্ঞতা থেকে আমরা একটি জিনিস শিখেছি, যারা সবচেয়ে বেশি রাগী. বেশি চেঁচামেচি করতে পারে, তারাই এখানে তর্কে জেতে। ক্রোধ ও মিথ্যা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে

পড়ে। ফ্যাক্টচেকিং প্ল্যাটফর্মগুলোর

আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ফরাসি

মন্ত্রী বারোর অস্বস্তি দেখে মজা

লেগেছিল। বারো তাঁদের খ্রিষ্টান

কিন্তু সিরিয়ান অর্থোডক্স খ্রিষ্ট

সম্প্রদায়ের এক সদস্য তখন

বলেছিলেন, 'আমাদের বিদেশি

হিসেবে নিরাপত্তা দিতে চাইছেন।

আসি। না এলে আমাদের মধ্যে

দুনিয়া থেকে যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে

যাই। মেটা যে পথে হাঁটে,

আর যোগাযোগ থাকে না। আমরা

ইসরায়েলকে শত শত মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র রপ্তানির অংশীদার ছাড়া তাদের কাছে আর কিছু নয়। ফ্রান্সেরও কোনো নৈতিক অধিকার

নেই সিরিয়াকে শিক্ষা দিতে

থেকে অনুবাদ

ফ্রান্সের সাবেক উপনিবেশ আলজেরিয়া থেকে সেনেগাল– তাদের খতিয়ান ভয়াবহ। তদুপরি মিসরে সিসির শাসন এবং লিবিয়ায় সামরিক নেতা খলিফা হাফতারের মতো সামরিক অভ্যুত্থান ও নৃশংস একনায়কতন্ত্রের প্রতি সমর্থনের জন্যও ফ্রান্সকে সমালোচিত হতে হচ্ছে।

ইউরোপ আরবদের তেল, গ্যাস, সমুদ্রপথ ও বাজারের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু এরপরও ইউরোপীয় নেতাদের আরবাঞ্চল নিয়ে এত ঔদ্ধত্য কোথা থেকে আসে? আরবরা তা বুঝতে অক্ষম। বাস্তবে ইউরোপের মধ্যপ্রাচ্যকে যতটা প্রয়োজন, মধ্যপ্রাচ্যের ইউরোপকে তার চেয়ে অনেক কম। কারণ, বিশ্বের শক্তির ভারসাম্যে আজ ফ্রান্স, জার্মানি বা যুক্তরাজ্য কেবল মাঝারি মানের খেলোয়াড়। তাদের একটু বাস্তবতা বোঝা দরকার। আর সম্ভব হলে একটু বিনয়। সুমাইয়া ঘানুসি

ব্রিটিশ-তিউনিসীয় লেখক, মধ্যপ্রাচ্যবিশেষজ্ঞ মিডল ইস্ট আই, ইংরেজি থেকে

প্রথম নজর

৩ বছর ধরে বিনামূল্যে পড়াচ্ছে আশার আলো বিদ্যানিকেতন



আজিম শেখ 🔵 বীরভূম আপনজন: বীরভূমে "আশার আলো বিদ্যানিকেতন" সম্পূর্ণ বিনামুল্যে ছাত্র ছাত্রীদের পড়াচ্ছেন গত তিন বছর ধরে। শিক্ষা হল সমাজের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার, যা অন্ধকারকে দুরে ঠেলে আলোর পথে নিয়ে যেতে পারে। এই মহৎ আদর্শকে সামনে রেখে নলহাটী - ২ নং ব্লকের অন্তর্গত জ্যেষ্ঠা গ্রামে ২০২২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল "আশার আলো বিদ্যানিকেতন"–একটি আদর্শ ফ্রী স্কুল। এটি বীরভূম ফেইথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ব্যবস্থাপনায়, যার মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ এলাকার পিছিয়ে থাকা শিক্ষার্থীদের জীবনে সম্পূর্ন বিনামুল্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া। প্রথম থেকেই "আশার আলো বিদ্যানিকেতন" কেন্দ্রটি তার স্বতন্ত্র শিক্ষাদানের জন্য প্রশংসিত হয়েছে। এখানে এক ছাদের তলায় সমস্ত বিষয়ের জন্য বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণ - আব্দুল মাতিন, সর্বেম্বর, মিনারুল, দেবদত্ত, আসাদুল, আলিম, সিদ্ধার্থ, ইজাজ, মিজানুর, সুমন, ও রিপন মাল মহাশয় নিঃস্বার্থ ভাবে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলার পাশাপাশি গণিত, বিজ্ঞান, ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোলসহ সমস্ত বিষয়ের ওপর গভীর মনোযোগ দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ানো হয়। আধুনিক পাঠদান পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নৈতিক শিক্ষা, যা শিক্ষার্থীদের জীবনকে আরও অর্থবহ করে তোলে। প্রতিষ্ঠানটি নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে, যা সমাজে এক অভাবনীয় দৃষ্টান্ত

স্থাপন করেছে। শুধু শিক্ষার মান নয়, এখানে শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশ, আত্মবিশ্বাস বাড়ানো এবং ভবিষ্যৎ গড়ার পথেও সহায়তা করা হয়। "আশার আলো বিদ্যানিকেতন" কেন্দ্রে শিক্ষার সমস্ত প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষক থাকায় শিক্ষার্থীরা খুব সহজেই জটিল বিষয়গুলো বুঝতে পারে। বই, নোট এবং গাইডলাইন সরবরাহ করার পাশাপাশি নিয়মিত পরীক্ষা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে তাদের শেখার অগ্রগতি নিশ্চিত করা হয়। বই ও বৃত্তি প্রদান এর ব্যাবস্থা সমস্ত দৃঃস্থ ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে বই বিতরণ করা হয়। এবং পড়াশোনার উপর মনোবল বৃদ্ধি করতে ক্লাসে ৮৫ শতাংশ উপস্থিত সকল ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে সেশন শেষে আশার আলো চ্যাম্পিয়নশিপ নামক (বৃত্তি) প্রদান করা হয়। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য এই উদ্যোগ ইতোমধ্যেই এলাকায় পরিচিতি লাভ করেছে। এলাকার অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগীদের মধ্যে "আশার আলো বিদ্যানিকেতন" এক আলোকবর্তিকা হয়ে উঠেছে। তৃতীয় বছরে পদার্পণ করা এই প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য আগামীতে আরও বড় পরিসরে শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা এবং আরও বেশি ছাত্র-ছাত্রীকে যুক্ত করা। বীরভূম ফেইথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সম্পাদক মহঃ মুস্তাফিজুর রহমান জানান "আশার আলো বিদ্যানিকেতন" শুধু একটি শিক্ষাকেন্দ্র নয়, এটি একটি বিশেষ আন্দোলন। শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের এই যাত্রায় আমরা সবাই একসঙ্গে এগিয়ে যেতে পারি। আশার আলো বিদ্যানিকেতন।

বর্ধমানে বইমেলায় সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সম্মানের মেলবন্ধন



মোল্লা মুয়াজ ইসলাম 🔵 বর্ধমান আপনজন: বর্ধমান অভিযান-গোষ্ঠীর উদ্যোগে ৪৭তম বর্ধমান বইমেলা ১০ জানুয়ারি শুক্রবার শুরু হলো বর্ধমান শাঁখারী পুকুর উৎসব ময়দানের নজরুল মঞ্চে। এবছরের বইমেলা চলবে ১৯ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক শ্রী স্বপ্নময় চক্রবর্তী। তাঁর লেখনী "জলের উপর পানি" সাহিত্য জগতে বিশেষভাবে সমাদৃত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন জেলা শাসক আয়েশা রানী এ, বিধায়ক খোকন দাস, বর্ধমান পৌরসভার পৌরপতি পরেশ চন্দ্র সরকার এবং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রাম শংকর মণ্ডল। সভাপতিত্ব করেন বর্ধমান অভিযান-গোষ্ঠী ও বইমেলা কমিটির সভাপতি স্বপন কুমার ভট্টাচার্য। এই দিনের বিশেষ

আকর্ষণ ছিল জেলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে অসামান্য অবদানের জন্য প্রবীণ শিক্ষক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষকে "দেব প্রসন্ন পুরস্কার" প্রদান। অনুষ্ঠানের পরিবেশ ছিল সাহিত্য ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনে অনুপ্রাণিত। বইমেলার প্রতিদিনের কর্মসূচি সাহিত্যপ্রেমীদের জন্য আগামী ১২ জানুয়ারি, বিকেল ৫টায় অনুষ্ঠিত হবে "ডা. কৃষ্ণানন্দ মজুমদার স্মৃতি অভিযান সাহিত্য সম্মান" এবং "সমীরণ চৌধুরী স্মৃতি সমীরণ চৌধুরী স্মারক বক্তৃতার সাহিত্যপ্রেমীদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ১৪ জানুয়ারি "কৃষ্ণ গোপাল কুন্ডু স্মৃতি কবি সম্মাননা" প্রদান করা হবে। মেলার সমাপ্তি উদযাপিত হবে। উপস্থিত গিল্ডের সম্পাদক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় এবং রামশংকর মগুল।

দেশ রক্ষার জন্য মরতে প্রস্তুত, দেশপ্রেমের জন্য সার্টিফিকেট চাইবেন না: জমিয়ত

ইয়াহিয়া আবদুল্লাহ

শিলচর আপনজন: সর্বভারতীয় জমিয়ত নেতা সৈয়দ মাওলানা আসজদ মাদানিকে একঝলক দেখতে অসমের কাছাড় জেলার রাণিঘাটে অনুষ্ঠিত ইসলামী মহা সম্মেলন ও দোয়া মাহফিলে কয়েক হাজার মানুষের জনসমাগম ঘটে। বুধবার সকাল ন'টায় পতাকা উত্তোলন এবং পবিত্র কুরআন পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের প্রথম অধিবেশনের শুভারম্ভ হয়।সন্ধ্যার পর পুরাপুরিভাভাবে জনসমুদ্রে পরিণত হয়। প্যান্ডেলের বাইরে ছিল কড়া নিরাপত্তা। অনুষ্ঠানের দিন সকালে সেখানে আসন কাছাড় পুলিশের বিশাল নিরাপত্তা বাহিনী। অনুষ্ঠানের আগের দিন সভাস্থল পরিদর্শন করেন ডিএসপি হেমেন দাস এবং অরুণাচল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আর গগৈ। অনুষ্ঠানের শেষ লগ্নেও দুই ডিএসপি উপস্থিত ছিলেন। এদিনের মহা সম্মেলনের

সভাপতিত্ব করেন রাজ্যিক জমিয়ত

উলামার ভাইস প্রেসিডেন্ট ও

কাছাড় জেলা জমিয়ত উলামার

সুভাষ চন্দ্ৰ দাশ 🔵 ক্যানিং

আপনজন: নদীর স্রোতের ন্যায়

নয়,দীর্ঘ চার দশক সময় গড়িয়েছে!

অগত্যা হারিয়ে যাওয়া মা কে ফিরে

পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল একমাত্র

খুশি প্রতিবেশীরাও, দক্ষিণ ২৪

পরগনার ক্যানিংয়ের মাতলা ৪

নম্বর এলাকার বাসিন্দা ঝডুপদ

বারুইপুরের চম্পাহাটী এলাকার

অঞ্জলি কে দিব্যি চলছিল মন্ডল

দম্পতির সংসার।বিয়ের পরই

মন্ডল দম্পতির এক সন্তান হয়।

আনন্দে উৎফুল্ল পরিবার।ছেলে

বিশ্বজিত মন্ডলের বয়স যখন

নেমে আসে অমাবস্যার গহীণ

পরিবারের লোকজন বিস্তর

ভেঙে পড়ে।

দুবছর,ঠিক তখনই মন্ডল পরিবারে

অন্ধকার।বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর

বাড়িতে ফিরে আসেনি ঝডুর স্ত্রী।

সালটা ইংরাজী ১৯৮৫,ঝডু ও তার

খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে হতাশায়

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে খোঁজ খবর

করেছিলেন ঝড়ু। শুধু রাজ্যে

করেছিলেন। অগত্যা স্ত্রী বিহনে

শোকে কান্নায় ভেঙে পড়ে।একমাত্র

সন্তান বিশ্বজিত কে বুকে আগলে

রেখে স্ত্রীর খোঁজ করেন।এমত

অবস্থায় বছর দুই অতিক্রান্ত হয়।

নয়,ভিনরাজ্যেও খোঁজ

ছেলে বিশ্বজিৎ মন্ডল।

মন্ডল বিয়ে করেছিলেন

এক বছর কিংবা দুছর সময়

সভাপতি শ্বেখ মাওলানা মাহমদুল হাসান। অনুষ্ঠানটি দু'টি পর্বে সমাপ্তি হয়। প্রথম অধিবেশনে ছিল ছবাহী মক্তবের ইসলামিক মৌলিক বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী এবং কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ। দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় বিকাল সাড়ে তিনটায়। প্রথমে বক্তব্য রাখেন চণ্ডিনগরের মাওলানা জাবির হোসেন। তিনিহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন। মাগরিবের নামাজের পর বক্তব্য রাখেন দারুল উলুম বাঁশকান্দি মাদ্রাসার শাইখুল হাদিস হাফিজ মাওলানা আলিম উদ্দিন। তিনি

দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর পর হারিয়ে

যাওয়া মাকে ফিরে পেলেন ছেলে

প্রতিবেশীদের চাপে ঝড়ু নতুন করে

ঘর বাঁধে এক মহিলার সাথে।ভেঙে

যাওয়া সংসার জোড়া লাগিয়ে ঝডুর

দ্বিতীয় স্ত্রী নিজের তিন সন্তানদের

সাথে সৎ ছেলে কেও আদর যত্নে

মানুষ করে। এ সমাজে যা বিরল

সেই সুন্দর সম্পর্ক আজও সং

ঝড়ু ভূলে যায় প্রথম স্ত্রীর কথা।

এমনকি গত প্রায় বছর চারেক

স্থানীয় একটি মঠেই থাকেন।

অন্যদিকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে

ঘুরে ঘুরে বাড়িতে ফেরার ইচ্ছা

থাকলেও পথ ও ঠিকানা ভূলে

যাওয়ায় আর বাড়িতে ফেরা হয়নি

মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা

ক্ষমতাও। কথাবার্তাতেও আছে

হালকা অসংলগ্নতা,এমন ভাবেই

অঞ্জলি দেবীর জীবন থেকে দীর্ঘ

অঞ্জলির। পাশাপাশি কমেছে শ্রবণ

ছেলে মেয়েদের বিয়েও হয়ে যায়।

আগে ঝড়ু সন্ন্যাস নেয়।ক্যানিংয়ের

ছেলের সাথে সৎ মায়ের।

জমিয়ত উলামার দীর্ঘ ইতিহাস তুলেন ধরেন এবং শান্তি ঐক্যের বার্তা দেন। এরপর বক্তব্য রাখেন অসম রাজ্যিক জমিয়ত উলামার সম্পাদক মাওলানা কলিম উদ্দিন। তিনি এনআরসি. ডি ভোটার .৭১ ভিত্তিবৰ্ষ, উচ্ছেদ অভিযান সহ বিভিন্ন ইস্যুতে জমিয়ত উলামার আইনী লড়াইয়ের কথা তুলে ধরেন। এছাড়াও তিনি নিজের বক্তব্য বলেন ,আমাদের কাছে দেশ প্রেমের সার্টিফিকেট চাইবেন না, কারণ আমরা আসল দেশ প্রেমিক এ দেশ স্বাধীন করতে গিয়ে ৫৭ হাজার উলামা শহীদ হয়েছিলেন। হাজার হাজার উলামা জেলবন্দি

চল্লিশটা বছর কেটে গিয়েছে

রাজপথ,ফুটপাথ,ষ্টেশন বাজারহাট

এলাকায়। দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর পর

আচমকা ট্রেনে চেপে ক্যানিং ষ্টেশন

নামেন। টলমল পায়ে ষ্টেশন থেকে

ট্রেনের সামনে পড়ে যাচ্ছিলেন।

কয়েকজন টোটো চালক তাঁকে

উদ্ধার করে।কোন রকমে খোঁজ

খবর নিয়ে হাজীর হয় মাতলা ৪

বাড়িতে। ঝড়ুর পরিবারের বর্তমান

চিনতে পারে। বাক রুদ্ধ হয়ে পড়ে

এরপর হারিয়ে যাওয়া মায়ের সাথে

সদস্যরা কেনই বা তাকে চিনবে!

পরে ঝডু সামনে এসে তাকে

সকলে। যেন দিবাস্বপ্ন দেখছে।

আলাপ করে ছেলে বিশ্বজিত।

অঞ্জলি দেবীর কথায় ছেলেকে

ছেড়ে আর যাবো না। ছেলের

কাছেই যেন আমার মৃত্যু হয়।

স্মৃতি ফিরে আসে।

চল্লিশ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া

নম্বর বাজার এলাকার ঝডুর

রক্ষার জন্য মরতে হয় ,তাহলে আমরা শহীদ হতে প্রস্তুত রয়েছি। তিনি দেশের সংবিধান রক্ষার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি উত্তরপূর্ব ভারতের বিদগ্ধ ইসলামিক পণ্ডিত শেখ মাওলানা আহমদ সায়ীদ গোবিন্দপুরী নিজের বক্তব্য বলেন, জমিয়ত চায় দেশের শান্তি, দেশের উন্নতি। মাওলানা সৈয়দ আসজাদ মাদানি শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেন। এছাড়াও জমিয়ত উলামা সম্পর্কে আলোচনা করার পাশাপাশি উন্নত জীবন গঠনের ওপর জোর দিয়ে বক্তব্য রাখেন এবং শেষে বিশ্ব শান্তি কামনায় বিশেষ মোনাজাতি করেন সৈয়্যীদ আসজদ মদনি। এদিনের অনুষ্ঠানে অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বড়খলা সমষ্টির বিধায়ক মিসবাহুল ইসলাম লস্কর, মাওলানা ফয়জুল হক রাজবড়ভূইয়া প্রমুখ। ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন দারুল উলুম বাঁশকান্দি মাদ্রাসার সিনিয়র মহদ্দিস হাফিজ ইব্রাহিম আহমেদ

হয়েছিলেন। আজও যদি দেশ

স্কুলে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে মঞ্চ নিৰ্মিত হল



রাজু আনসারী 🔵 অরঙ্গাবাদ আপনজন: প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের চাচন্ড বি.জে. হাইস্কুলে মুক্ত মঞ্চের উদ্বোধন। শুক্রবার মুক্ত মঞ্চের উদ্বোধন করেন সামশেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম। সেসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য তহমিনা বিবি. চাচন্ড বি.জে. হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মিজাউর রহমান, ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মুলতান আলী, প্রধান প্রতিনিধি গোলাপ হোসেন. মাওলানা মোখলেসর রহমান সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা ও বিশিষ্টজনেরা। মুক্ত মঞ্চ হওয়ায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে নানাবিধ প্রোগ্রামে পারফরম্যান্স করতে পারবেন ছাত্র ছাত্রীরা এবং উপকৃত হবে স্কুল।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার পদে রদবদল



নিজস্ব প্রতিবেদক 🔵 বীরভূম আপনজন: বীরভূম জেলার দেওচা -পাচামির কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে এলাকা পরিদর্শনে এসেছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। উল্লেখ্য সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়ালি প্রসাশনিক মিটিং থেকে সরাসরি বীরভূম জেলা শাসকের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। বীরভূম জেলা শাসক থেকে শুরু করে বেশ কয়েকটি থানার আইসিদের নাম করে তাদের প্রতি সতর্ক বার্তা শোনান। পাশাপাশি জেলার মধ্যে অবৈধভাবে বালি পাচারের বিষয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। সেই প্রসঙ্গের রেশ মিটতে না মিটতেই জেলা পুলিশ সুপার পদে রদবদল।আজ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার রাজনারায়ণ মুখার্জি কে বদলির। জেলা পুলিশ সুপার থেকে বদলি করে ট্রাফিক এসপি পশ্চিমবঙ্গ পদে বহাল করেছেন। পাশাপাশি আমনদীপ আইপিএস পূর্ব বর্ধমান জেলার পুলিশ সুপার থেকে বদলি হয়ে বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার পদে আসীন হন। অন্যদিকে একই আদেশ নামায় আইপিএস সায়ক দাসকে এস এস, সিআইডি, পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ব বর্ধমান জেলার এসপি পদে বসানো হয়েছে বলে জানা যায়।

উচ্ছেদ অভিযানে রেল পুলিশ বিক্ষোভের মুখে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম শেখ 🔵 বীরভূম

আপনজন: রেল কর্তৃপক্ষ গতকাল বুধবার উচ্ছেদ অভিযান চালাতে এসে প্রতিরোধের মুখে পড়ে পিছু হাঁটতে বাধ্য হয়। বৃহস্পতিবার ফের সেই অভিযান চালানোর প্রস্তুতি নিতে গেলে পুনরায় দলবদ্ধ ভাবে রুখে দাঁড়ানোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুটপাত ব্যবসায়ীরা। রেলের জায়গায় বসে থাকা ফুটপাত ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করতে বিকেল ৪:৩০ নাগাদ বিশাল রেল পুলিশ বাহিনী হাজির হয় রামপুরহাট পাঁচ মাথা এলাকায়। তারপরেই ফুটপাত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে শুরু হয় রেল পুলিশের বচসা। খবর চাউর হতেই কিছুক্ষণের মধ্যে ছুটে আসেন হকার উচ্ছেদ প্রতিরোধ মঞ্চের সদস্যরা। রেল পুলিশ ও যৌথ মঞ্চের সদস্যদের মধ্যে শুরু হয়

অবস্থা বেগতিক দেখে যৌথ মঞ্চের সদসাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন রেল পুলিশের আধিকারিকরা। আলোচনা শেষে যৌথ মঞ্চের সদস্য সঞ্জীব মল্লিক আমাদের



জানান রেল কর্তৃপক্ষ আবারও আগামীকাল বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে পাঁচ মাথায় হাজির হবেন এবং তাদের যে ছেড়ে রাখা চার ফুট জায়গা বাউন্ডারি দিয়ে ঘিরে ফেলার পরিকল্পনা রয়েছে। একই সঙ্গে সিপিআইএম নেতা সঞ্জীব মল্লিক গোটা শহরবাসীকে এই বাউন্ডারি ওয়াল দেয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ এমনিতেই রামপুরহাট পাঁচমাথা মোড় থেকে ডাকবাংলা মোড পর্যন্ত সংকীর্ণ রাস্তা। আর তাতে যদি বাউন্ডারি ওয়াল এইভাবে দেওয়া হয় তাহলে আরো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে।শুধুমাত্র ফুটপাত ব্যবসায়ীরা না, একই সঙ্গে শহরবাসীকেও এই যানজটের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করতে হবে বলে সঞ্জীব মল্লিকের দাবি।

তৃণমূলের কিষাণ সম্মেলন বাগনানে



সুরজীৎ আদক 🔵 বাগনান আপনজন: ২০২৬-শের বিধানসভা নির্বাচনের এখনও এক বছরের বেশি সময় বাকি থাকলেও সংগঠন গোছাতে তৎপর রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের কিষাণ ক্ষেত মজদুর।শুক্রবার হাওড়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কিষাণ ক্ষেত মজদুরের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বাগনান কাছারিপাড়ার একটি হলে। এদিনের সম্মেলন থেকে তণমলের এই কৃষক সংগঠনকে আরও বেশি শক্তিশালী করার আহ্বান জানালেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি পূর্ণেন্দু বসু।সম্মেলনে অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো,বিধায়ক অরূণাভ সেন,সুকান্ত পাল,হাওড়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মানস কুমার বসু,বাগনান-১নং পঞ্চায়েত সমিতির সহ:সভাপতি পঞ্চানন দাস,সংগঠনের হাওড়া জেলার নব নির্বাচিত সভাপতি চন্দ্রনাথ বসু,অলীপ খাঁ, রাজকুমার খাঁড়া প্রমুখ।

মগরাহাট

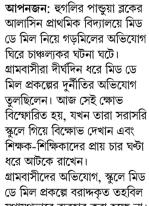
থানার নতুন

ওসি সংবর্ধিত

মিড-ডে মিলে গরমিল, শিক্ষকদের স্কুলে আটকে রাখলেন অভিভাবকরা



বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠবে। সাহিত্য সাংস্কৃতিক পুরস্কার" বিতরণ অনুষ্ঠান। একই দিনে আয়োজন করা হয়েছে, যা দিবস ১৯ জানুয়ারি গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে



যথাযথভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না। ছাত্রছাত্রীদের জন্য বরাদ্দ খাবার সঠিকভাবে সরবরাহ করা হচ্ছে না। খাতায় উল্লেখিত হিসাব এবং বাস্তবে সরবরাহ হওয়া খাবারের পরিমাণে বড়সড় অমিল রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে গ্রামবাসীরা স্কুলে উপস্থিত হয়ে পুরো বিষয়টি স্পষ্ট করার দাবি জানান। স্কুলের প্রধান শিক্ষক গ্রামবাসীদের খাতা দেখিয়ে গরমিলের বিষয়টি এড়ানোর চেষ্টা করলেও হিসাব মেলাতে গিয়ে প্রকৃত গড়মিল ধরা পড়ে। এরপরই উত্তেজনা চরমে ওঠে। গ্রামবাসীরা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্কুলে আটকে রেখে বিক্ষোভ করেন। তাদের দাবি ছিল, পুরো হিসাব

গ্রামবাসীদের সামনে সঠিকভাবে

বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।প্রায় চার

মেলাতে হবে এবং দোষীদের



ঘণ্টা ধরে এই উত্তেজনা চলতে থাকে, পরিস্থিতি শাস্ত হওয়ার পর শিক্ষক-শিক্ষিকারা জানান, "আমরা গ্রামবাসীদের ডেকে পুরো হিসাব দেখাব। তারপর বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।" তারা গ্রামবাসীদের এই ধরনের আচরণে অসম্ভোষ প্রকাশ করলেও পুরো বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে রাজি হন। এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলেও প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। তৃণমূল সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়ে প্রশ্নের মুখে বলেন, "সবকিছু কি সাংসদ দেখবে? এলাকার বিধায়ক আছেন, এবং তিনি যথেষ্ট ভালো কাজ করছেন। তিনিই এই বিষয়টি দেখবেন।"এই মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। বিজেপি নেতা সুরেশ সাউ বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করে বলেন, "তৃণমূল সরকার মিড ডে মিল প্রকল্পে দুর্নীতিতে মত্ত। এই ঘটনাই

প্রমাণ করে যে প্রশাসনের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।" তিনি এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান। গ্রামবাসীদের দাবির মুখে প্রশাসনের উপর চাপ বাড়ছে। মিড ডে মিল প্রকল্পের সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। গ্রামবাসীদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে নিরপেক্ষ তদন্ত জরুরি। এই ঘটনায় এলাকায় রাজনৈতিক এবং সামাজিক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে শিক্ষা দপ্তর এবং স্থানীয় প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ নেবে বলে আশ্বাস দিয়েছে। প্রকল্পের গড়মিল দূর করে সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। এই ঘটনার পর এলাকায় মিড ডে মিল প্রকল্পের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এবং প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মহিলাদের নতুন মাদ্রাসার ভিত্তিপ্রস্তর বকুলতলায়



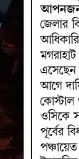
হাসান লম্কর 🔵 বকুলতলা আপনজন: বিনা বেতনে মহিলাদের শিক্ষাদানে দাওয়াত উল হক আল বানাত হাফেজিয়া স্কুল (মাদ্রাসা) স্থাপিত হল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার জয়নগরের বকুলতলা থানার চন্ডিপুর মাদ্রাসা মোড়ে। বিশেষ করে এই এলাকায় ছেলেদের জন্য একাধিক মাদ্রাসা থাকলেও মহিলাদের জন্য তা না থাকায় এমন ই উদ্যোগ গ্রহণ করেন কর্মকর্তারা।এই মাদ্রাসা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে মুহূর্তে এলাকায় মানুষদের জন্য একগুচ্ছ

পরিষেবা প্রদান করেন সংস্থার কর্ণধাররা এতিম শিশুদের শীতবস্ত্র প্রদান।জয়নগর গ্রামীণ জন বিকাশ ও উন্নয়ন সমিতির আয়োজনে। জয়নগরের ময়দা গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্ডিপুর এলাকায়। শুক্রবার সকালে প্রায় ৫০ জন মাদ্রাসা ছাত্র এতিম শিশুকে শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন শাইখুল হাদিস মুফতি লিয়াকত আলি, মুফতি জাকারিয়া মাজাহেরি, সংস্থার সম্পাদক মাওলানা নিজাম উদ্দিন মাজহারী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

একটু উষ্ণতার জন্য...



আপনজন: আগুন জ্বালিয়ে শীত নিবারণ! ছবি: আলফাজুর রহমান



মনজর আলম 🔵 মগরাহাট **আপনজন:**ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার বিভিন্ন থানায় ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকদের রদবদল হয়েছে। মগরাহাট থানায় দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন পীযৃষ কান্তি মন্ডল। আগে দায়িত্বে ছিলেন পারুলিয়া কোস্টাল থানায়। শুক্রবার নতুন ওসিকে সংবর্ধনা দেন মগরাহাট পূর্বের বিধায়ক নমিতা সাহা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুনা ইয়াসমিন, সহ-সভাপতি সেলিম লস্কর সহ ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব।

আপনজন ■ শনিবার ■ ১১ জানুয়ারি, ২০২৫

6

টানা ২৪ বছরে গোলের রেকর্ড রোনাল্ডোর, মেসি কি ছুঁতে পারবেন?



আপনজন ডেস্ক: বছরের পর বছর গোল করার কথা প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু তাই বলে টানা ২৪ বছর ধরে কারও গোল করার বিষয়টি অবিশ্বাস্যই। তবে নামটি যদি ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো হয়, তাহলে অসম্ভব কিছুই নয়। গতকাল রাতে সৌদি প্রো লিগে আল আখদৌদের বিপক্ষে আল নাসরের ৩-১ গোলের জয়ে লক্ষ্যভেদ করেন রোনাল্ডো, যার ফলে ইতিহাসের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে টানা ২৪ বছর গোল করার কীর্তি গডলেন পর্তুগিজ কিংবদন্তি। ২০০২ সালে স্পোর্টিং লিসবনের হয়ে প্রথম গোলটি করেছিলেন রোনাল্ডো। এর পর থেকে প্রতিবছরই গোলের খাতায় নাম লিখিয়েছেন। সর্বশেষ সংযোজন গতকাল রাতে করা গোলটি। নতুন বছরে গতকালই প্রথম মাঠে নেমেছিল আল নাসর। ম্যাচের ৪২ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ইতিহাস গড়া গোলটি করেন রোনালদো। গোলে বছর শুরুর পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রোনাল্ডো লিখেছেন, 'বছর শুরু করার সেরা উপায়।' ২০০২ সালে নিজের পেশাদার ক্যারিয়ার শুরুর বছরে রোনাল্ডো করেছিলেন ৫ গোল। পরের বছরই ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কোচ স্যার আলেক্স ফার্গুসনকে মুগ্ধ করে রোনাল্ডো চলে আসেন ওল্ড ট্রাফোর্ডে। সে বছর রোনাল্ডো গোল করেছিলেন ১৩টি। এরপর অবশ্য আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। প্রতিবছরই রোনাল্ডোর গোলের টালিখাতা শুধুই সমৃদ্ধ হয়েছে। ২০০৯ সালে ইংল্যান্ড ছাড়ার সময়ই রোনাল্ডোর গোল সংখ্যা ছিল ২৯২ ম্যাচে ১১৮টি। ইউনাইটেড থেকে রিয়াল মাদ্রিদে গিয়ে রোনাল্ডো হয়ে ওঠেন আরও ক্ষরধার। বিশেষ করে ২০১১ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে অবিশ্বাস্য সাফল্য পেয়েছেন 'সিআর

সেভেন'। এ সময় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসির সঙ্গে লডাই জমিয়ে তোলার পথে রোনাল্ডো পরিণত হন গোলমেশিনে। এরপর ক্লাব ও দেশ বদলালেও কমেনি রোনাল্ডোর গোলক্ষুধা। বৰ্তমানে ৪০ ছুঁই ছুঁই বয়সেও উদ্দীপ্ত তরুণের মতোই গোল করে চলেছেন আল নাসর তারকা। গত বছরও রোনাল্ডোর কাছ থেকে এসেছে ৪৩ গোল। আর এবার বছরের শুরুতেই খললেন গোলের খাতা।রোনাল্ডোর টানা ২৪ বছর ধরে গোল করার রেকর্ডটি মেসির ভাঙার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। মেসি নিজের প্রথম গোলটি করেন ২০০৫ সালের মে মাসে। এখন রোনাল্ডোর রেকর্ড স্পর্শ করতে হলে মেসিকে ২০২৮ সাল পর্যন্ত গোল করতে হবে। যে সময় মেসির বয়স হবে ৪১ বছর। নাটকীয় কিছু না হলে ২০২৮ সাল পর্যন্ত মেসির খেলা চালিয়ে যাওয়া বেশ কঠিনই। ফলে রোনাল্ডোর এই রেকর্ডটি হয়তো শেষ পর্যন্ত মেসির অধরাই থেকে যাবে। গোল দিয়ে শুরু করা বছরটি রোনাল্ডোর জন্য আরেকটি দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। রোনাল্ডো শেষ পর্যন্ত হাজার গোলের মাইলফলক স্পর্শ করতে পারবেন কি না, সেটা এ বছরে তাঁর করা গোল সংখ্যা দিয়ে নির্ধারিত হতে পারে। গতকাল রাতের পর রোনাল্ডোর গোল সংখ্যা এখন ৯১৭টি। অর্থাৎ রোনাল্ডোকে করতে হবে আরও ৮৩ গোল। এমন অবস্থায় মাইলফলক গড়তে হলে চলতি বছর রোনাল্ডোকে অন্তত ৫০-৬০ গোল করতে হবে। এরপর সব ঠিক থাকলে ২০২৬ সালে গিয়ে হয়তো রেকর্ডটি তিনি গড়তে পারবেন। আপাতদৃষ্টে

জোকোভিচের দাবি, অস্ট্রেলিয়ায় তাকে 'বিষাক্ত' খাবার দিয়োছল

আপনজন ডেস্ক: ছেলেদের টেনিসে সর্বোচ্চ গ্র্যান্ড স্লামজয়ী নোভাক জোকোভিচ দাবি করেছেন, ২০২২ সালে মেলবোর্নে আটক থাকার সময় তাঁকে সিসা ও পারদমিশ্রিত 'বিষাক্ত' খাবার দেওয়া হয়েছিল। সেবার করোনার টিকে নিতে অনিচ্ছুক জোকোভিচ অস্ট্রেলিয়ান ওপেন খেলতে দেশটিতে যাওয়ার পর তাঁর ভিসা বাতিল করা হয়।



কাজটি অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে।

শেষের আগে শেষ বলার সুযোগ

তবে নামটি যখন রোনাল্ডো,

একটি ডিটেনশন হোটেলে তাঁকে আটকেও রাখা হয়েছিল। তখন আইনি লড়াইয়ে নেমেছিলেন র্যাঙ্কিংয়ের সাবেক এই নাম্বার ওয়ান, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি।

শ্যামসুন্দরপুর পাটনা উচ্চ বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা



সন্ন্যাসী কাউরী

পাঁশকুড়া আপনজন: বৌদ্ধিক বিকাশের পাশাপাশি দৈহিক বিকাশ ও ক্রীড়া চর্চার প্রসার ঘটাতে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করল শ্যামসুন্দরপুর পাটনা উচ্চ বিদ্যালয়। বৃহস্পতিবার বিদ্যালয়ের মাঠে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়। শ্বেত পায়রা ও পতাকা উত্তোলন করে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক শীতল চন্দ্র মাইতি। তিন দিন ধরে চলা এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ১০০ মিটার, ২০০ মিটার, ১৫০০ মিটার, আলু দৌড়, মোরগ লড়াই, দীর্ঘ লম্ফন, উচ্চ লম্ফন, মিউজিক্যাল চেয়ার, সাঁতার সহ ৩৬ টি ইভেন্টে ৭০০ র বেশি ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। সফল

প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা। প্রতিযোগিতার শেষ দিনে সকলের নজর কাড়ে সাঁতার ও যেমন খুশি সাজো প্রতিযোগিতা। এদিনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শেখ গোলাম মুস্তাফা, সহকারী প্রধান শিক্ষক শুভঙ্কর দত্ত, ক্রীড়া শিক্ষক সুব্রত চক্রবর্তী, ধনঞ্জয় মাইতি, আলোক কুমার ঘোষ, রণজিত অধিকারী, মৃণাল সুন্দর পাত্র, রাজকান্ত বর্মন, সৌগত মাজীদ, শশাঙ্ক ঘোড়াই সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকারা। তিন দিন ধরে চলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা ও স্থানীয়দের উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

হিন্দি জাতীয় ভাষা নয়, সরকারি ভাষা: প্রাক্তন ক্রিকেটার অশ্বিন



আপনজন ডেস্ক: প্রাক্তন ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন অশ্বিন বলেছেন, হিন্দি দেশের জাতীয় ভাষা নয়, এটি কেবল একটি সরকারি ভাষা। বৃহস্পতিবার চেন্নাইয়ের কাছে একটি বেসরকারি কলেজের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সময় তিনি শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তারা কোন ভাষায় তাদের সম্বোধন করতে চান। যদিও কিছু লোক ইংরেজি পছন্দ করেছিল এবং যখন তিনি তাদের তামিল ভাষায় সম্বোধন করার বিকল্প দিয়েছিলেন তখন অপ্রতিরোধ্য সমর্থন ছিল, হিন্দির জন্য কোনও গ্রহণকারী ছিল না বলে মনে হয়েছিল। সেখানে পড়ুয়াদের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় হিন্দি ভাষার বিরোধিতা করে নিজের মতামত পেশ করেন এই ক্রিকেটার। তিনি বলেন, 'এখানে যে পড়ুয়াদের পড়াশোনার মাধ্যম ইংরাজি, তারা

সাড়া দাও।' তখন জবাব আসে, 'তামিল'। এরপর অশ্বিন বলেন, 'ঠিক আছে। হিন্দি?' তখন পড়ুয়ারা সবাই চুপ করে যান। তখন অশ্বিন বলেন, 'আমার মনে হল, এই কথাটা বলা উচিত। হিন্দি আমাদের জাতীয় ভাষা নয়। হিন্দি আমাদের সরকারি ভাষা। তামিলেই এই কথোপকথন চালান অশ্বিন। তাঁর এই বক্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। তামিলনাডু, কর্ণাটক, তেলঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশের মতো দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে হিন্দি-বিরোধিতা নতুন নয়। বিশেষ করে তামিলনাডু ও কর্ণাটকে গত কয়েক বছরে হিন্দি-বিরোধিতা বেডেছে। এই পরিস্থিতিতে নতুন বিতৰ্ক উস্কে দিলেন অশ্বিন। রাজলক্ষ্মী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ২৩তম স্নাতক দিবসে ১ হাজার ৬০১ জন পরীক্ষার্থী পিএইচডিসহ ডিগ্রি অর্জন করতে গিয়ে বলেন, স্কুল ও কলেজের বছরগুলো

প্রত্যেকের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। তরুণ মহিলা এবং পুরুষদের তাদের উচ্চ শিক্ষার পরে একটি বহত্তর কারণ ধরে রাখা উচিত। এই অনুষ্ঠানে অশ্বিন বলেন, আপনার সামনে যাই হোক না কেন, এটি আপনার ক্যারিয়ার, আর্থিক মুক্তি বা অন্য কিছু হোক না কেন, আপনার একটি ভাল কারণ ধরে রাখা উচিত। তবেই আপনি দৃঢ সংকল্প নিয়ে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আপনার পথে আসা লড়াইয়ে লড়াই করার ক্ষমতা অর্জন করবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দেন যারা তাদের নিরুৎসাহিত করে তাদের উপেক্ষা করতে, মনোযোগী থাকতে, শ্রেষ্ঠত্বের পিছনে ছুটতে এবং সর্বদা শেখার কথা মনে রাখতে। ছাত্রাবস্থার কথা স্মরণ করে এই অফ স্পিনার বলেন, পড়াশোনার পাশাপাশি খেলার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা তার পক্ষে খুব কঠিন ছিল। অশ্বিন বলেন, "সঠিক সময় ব্যবস্থাপনা আমাকে সাহায্য করেছে। তা আমাকে আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের রচেস্টার ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির প্রভোস্ট ও সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রাবৃ ডেভিড। রাজলক্ষ্মী ইনস্টিটিউশনের চেয়ারপার্সন থাঙ্গাম মেগানাথন এবং ভাইস চেয়ারম্যান অভয় মেগানাথন বক্তব্য রাখেন।

মাদ্রাসা গেমস উপলক্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ হলে বৈঠক



সাইফুল লস্কর 🔵 বারুইপুর আপনজন: পশ্চিমবঙ্গে সরকারের সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের সহযোগিতা ও তত্বাবধানে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা মাদ্রাসা গেমস এন্ড স্পোর্টস উপলক্ষ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের কনফারেন্স হলে একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এবারের ১৫ তম জেলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জেলার ৫৪ টি হাই ও সিনিয়র মাদ্রাসা একটি ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্রাসা ৫৯ টি এমএসকে ও ২৯ টি সরকার অনুমোদিত আন অ্যাডেড মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। জেলা স্তরের প্রতিযোগিতায় সফলরা রাজ্যস্তরের প্রতিগোগীতায় অংশগ্রহণ করবে।এদিনের আলোচনা সভায় জেলার ক্রীডায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগী ও প্রতিযোগিনীদের যোগ্যতা বয়স নিয়মকানুন স্পষ্ট করে দেওয়া হয়। ১৫ তম জেলা মাদ্রাসা গেমস এন্ড

স্পোর্টস এর স্থান ঠিক হয় ডায়মন্ড হারবার এস ডি ও প্রাঙ্গণে যার দিন ঠিক হয় ২০ ও ২১শে জানুয়ারি ২০২৫। এদিনের আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক সানি মিশ্র মহাশয়, জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাদ্যক্ষ মাননীয়া হাসনা বাণু মহাশয়া, এ ডি আই জয়ন্তী জানা মহাশয়া. এ আই সোমদত্তা মিত্র দাশগুপ্ত মহাশয়া,ডোমা প্রতিনিধি এস আই দীপক ভঞ্জ মহাশয় । ক্রীড়া সম্পর্কে সম্মানীয় আধিকারিকগণের প্রত্যেকেই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন এবং সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করেন।জেলা মাদ্রাসা ক্রীড়া কমিটির পক্ষ হতে উপস্থিত বিভিন্ন মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষক প্রতিনিধিদের হাতে খেলার এলিজিবিলিটি ফর্ম ও গাইড লাইন প্রদান করা হয়। আলোচনায় ঠিক হয় ছাত্রছাত্রীদের এলিগিবিলিটি ফর্ম পুরণ করে সেগুলো জেলার সাব ডিভিশন ভিত্তিক দায়িত্ব প্রাপ্ত

২০২৫ এর মধ্যে জমা করতে হবে,আলোচনায় তাঁদের নাম ও ফোন নম্বর জানিয়ে দেওয়া হয়। বক্তব্য রাখেন ক্রীড়া কমিটির সদস্য আবু সুফিয়ান পাইক শেখ মঞ্জুর আহমেদ, তৌহিদ আহমেদ , রেজাউল ইসলাম, বাবুলা সরদার,মশিউর রহমান লস্কর সুদাম হালদাররা। প্রত্যেকেই বিগত। বছরের ন্যায় এবছরও জেলার গৌরব ও সম্মান ধরে রাখার কামনা ক্রীড়া কমিটির অন্যতম সদস্য তৌহিদ আহমেদ ও শেখ মঞ্জুর আহমেদ জানান প্রতিযোগীরা ডায়মন্ড হারবার এস ডি ও

শিক্ষকদের নিকট ১৭ই জানুয়ারি

প্রাঙ্গণের লাকি মাটি ছুঁয়ে সফল হয়ে তারা রাজ্য স্তরেও সফল হবে এবং জেলার মুখ উজ্জ্বল করবে। আবু সুফিয়ান পাইক ক্রীড়া কমিটির প্রত্যেক সদস্যকে দায়িত্ব পালন করার মধ্য দিয়ে ক্রীড়া সফল করার আহ্বান জানান।এদিনের আলোচনা সভায় অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষক দেলয়ার হোসেন, শিক্ষক তাজামুল হোসেন, মাহিনুর খান সফিউল্লাহ রাজ জয়নাল আবেদীন, রেজাউল ইসলাম খান, সুদাম হালদার পার্থ প্রামাণিক, ইয়ারব গাজী, জিয়াউল হক, হাবিবুল্লাহ, অভিযেক গায়েন,আলমগীর, শেখর মন্ডল প্রমুখ । অনুষ্ঠান শেষ হয় সম্মানীয়া সোমদত্তা মিত্র দাশগুপ্ত মহাশয়ার ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে।

কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সেখ সামসুদ্দিন

মেমারি আপনজন: মেমারি কলেজ এডুকেশন বিভাগের পরিচালনায় বার্ষিক শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। মেমারি পৌরসভার হাটপুকুর স্টেডিয়াম মাঠে কলেজের সমস্ত বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা, ১০০ মিটার থেকে হাজার মিটার দৌড়, শর্ট পাট স্কিপিং সহ বিভিন্ন ইভেন্টে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী জানান এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ইউনিভার্সিটি

লেভেলে ও ন্যাশনাল লেভেলে



অংশগ্রহণ করা ছাত্রছাত্রীরাও আছে। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি বার্তা দেন পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলাও প্রয়োজন। যারা খেলাধুলাতেও প্রতিভা দেখাতে পারে তাদেরও কর্মজগতে অনেক সুযোগ আছে। সরকারি বেসরকারি অনেক ক্ষেত্রেই ক্রীড়া জগতে ছিলেন।

পারদর্শিতার ভিত্তিতে চাকরি দেওয়া হয়ে থাকে এছাড়াও শরীর স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও অনেক উপকারে আসে। এদিন ক্রীডা প্রতিযোগিতা পরিচালনায় কলেজের অধ্যক্ষ সহ সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকা ও ননটিচিং স্টাফেরাও উপস্থিত

কোহলিকে নিষিদ্ধ করা উচিত ছিল, বললেন হার্মিসন



আপনজন ডেস্ক: বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি শেষ। রোমাঞ্চকর এক সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে ভারতীয় দল দেশেও ফিরেছে। এরপরও যেন সেই সিরিজের রেশ রয়ে গেছে। আলোচনা থামছেই না। ভারতে যখন সিরিজ হার নিয়ে কাটাছেঁড়া চলছে, বিশ্বের নানা প্রান্তে বিরাট কোহলির আচরণ নিয়ে ওঠা সমালোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

আপনজন ডেস্ক: ইন্টার মায়ামিতে

লিওনেল মেসি ও লুইস সুয়ারেজের

সঙ্গে খেলা নিয়ে কদিন দিন ধরেই

আলোচনায় নেইমার। শুরুতে

নেইমারের মায়ামিতে যাওয়ার

খবরটি গুঞ্জন আকারে শোনা

গেলেও পরে মেসি–সুয়ারেজের

জানান। সিএনএনকে দেওয়া

বার্সেলোনার সেই 'এমএসএন'

তৈরি হওয়া গুঞ্জন শুরুতেই

থামিয়ে দিলেন মায়ামি কোচ

আনা 'অসম্ভব'।

নেইমারকে এই মুহুর্তে মায়ামিতে

'এমএসএন' আক্রমণভাগ–মেসি,

সুয়ারেজ ও নেইমার মিলে তৈরি

করেছিলেন বিধ্বংসী এক ত্রয়ী।

ক্লাবটিতে বিশ্বের অন্যতম সেরা

আক্রমনভাগ গড়েছিলেন তাঁরা।

'ট্রেবল' জেতানোর পাশাপাশি এই

৩৬৪ গোল এবং ১৭৩টি গোলে

নেইমার ২০১৭ সালে দলবদলের

পিএসজি যাওয়ার পর ভেঙে যায়

মেসি-সুয়ারেজ জুটি দেখা গেলেও

তিনজনের আর একসঙ্গে খেলা

সহায়তা দেখেছে ফুটবলবিশ্ব।

বিশ্বরেকর্ড গড়ে বার্সা ছেড়ে

বছর এরপর পিএসজিতে

নেইমার-মেসি ও মায়ামিতে

সম্ভাবনার বাস্তবতা দেখছেন

সম্ভাবনা নিয়ে জানতে চাইলে নেইমার সিএনএনকে বলেছেন.

আবারও খেলতে পারাটা হবে

আমাদের মাঝে কথা হয়। ত্রয়ী

হবে আকর্ষণীয় ব্যাপার। আল

জানে, ফুটবল তো বিস্ময়ে

(আক্রমণভাগ) পুনর্জীবিত করাটা

হিলালে আমি সুখেই আছি। সৌদি

আরবে ভালোই কাটছে। কিন্তু কে

ভরপুর।' নেইমারের এই ইচ্ছা যে

আপাতত পুরণ হচ্ছে না, সেটা

জানিয়ে দিয়েছেন মায়ামি কোচ

এমএলএস মিডিয়া ইভেন্টে

মাচেরানো, 'অবশ্যই নেই

(নেইমার) একজন অসাধারণ

খেলোয়াড়। বিশ্বের সব দল তাকে

চায়। কিন্তু এই মুহূর্তে, আপনারা

তাকে নিয়ে ভাবা অসম্ভব।' এ

সময় মাচেরানোর সঙ্গে উপস্থিত

অনেকে।

২০১৪ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত

বার্সাকে ২০১৪-১৫ মৌসুমে

বার্সেলোনাতে ডানা মেলেছিল

শুরু করে গুঞ্জন। তবে

সঙ্গে খেলার কথা নেইমার নিজেই

কোহলির আচরণ নিয়ে সমালোচনা কেন? এটা বুঝতে হলে সিরিজে ফিরে গিয়ে দেখে আসতে হবে ঘটনাটি। মেলবোর্ন টেস্টের প্রথম দিনে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যান স্যাম কনস্টাস উইকেটের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে হেঁটে যাওয়ার সময় তাঁকে ধাক্কা দিয়েছিলেন কোহলি।

সেই ধাক্বার কারণে কোহলিকে জরিমানাও গুনতে হয়েছে। প্রথম

দিনের খেলা শেষে কোহলির এমন আচরণ নিয়ে অভিযোগ এনেছেন ম্যাচটি পরিচালনার দায়িত্বে থাকা চার আম্পায়ারই। এর ভিত্তিতে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফট শাস্তি দিয়েছেন কোহলিকে। আইসিসি আচরণবিধির লেভেল ওয়ান পর্যায়ে অপরাধের দায়ে কোহলিকে তাঁর ম্যাচ ফির ২০ শতাংশ জরিমানা এবং একটি ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে। এই শাস্তিকে তখনই কম বলে মনে হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক মার্ক ওয়াহ ও ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ভনের। এবার বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন ইংল্যান্ডের সাবেক পেসার স্টিভ হার্মিসন। তাঁর কাছেও মনে হয়েছে কোহলির শাস্তি কম হয়ে গেছে। হার্মিসনের মতে, কোহলি সীমা অতিক্রম করেছেন এবং এমন আচরণের জন্য তাঁকে নিষিদ্ধ করা উচিত ছিল।

মেসি–সুয়ারেজের সঙ্গে নেইমারের পুনর্মিলনী 'অসম্ভব': মাচেরানো



ছিলেন সুয়ারেজও। নেইমারের প্রশংসা করে উরুগুয়েন স্ট্রাইকার বলেছেন, 'খেলোয়াড় হিসেবে নেইমার কেমন সেটা সবাই জানে। একসঙ্গে আমরা কি করেছি তাও জানা। তবে আজ আমরা ভিন্ন এক যুগে আছি। তখনকার সময়ের চেয়ে এখন আমরা অনেক বুড়ো। কিন্তু তার মতো কেউ এবং দলে

যেমনটা বলেছে এবং সবাই যেমন বলে, ফুটবলে যেকোনো কিছু হতে পারে। আশা এবং প্রত্যাশা সব সময় থাকে। কিন্তু সেসবকে বাস্তবায়ন করা জটিল এবং কঠিন।' নেইমারকে উচ্চ বেতনে নিয়ে আসতে হলে মায়ামিকে কিছু

যে ধরনের মান সে নিয়ে আসে,

সেটা সব সময় রোমাঞ্চকর।'

স্য়ারেজ আরও বলেছেন, 'সে

খেলোয়াড় ছাড়তে হবে। মাচেরানো এমএলএসের ক্লাবটিতে জেরার্দো মার্তিনোর জায়গা নেওয়ার পর বেশ কয়েকজন ডিফেন্ডারকে বিক্রি করে দিয়েছেন। আর্জেন্টাইন এই কোচের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, রক্ষণভাগে তিনি দলের শক্তি বাড়াবেন কি না? মাচেরানোর উত্তর, 'আমরা এটা নিয়ে কাজ করছি।'





মুদ্ৰক, প্ৰকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্ৰিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্ৰকাশিত ও সমর প্ৰিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক। Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. Editorial Office: 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 Editor: Zaidul Haque